ছোট্ট রামায়ণ
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

JOGEMAYA PRAKASHANI
যোগমায়া
প্রকাশনী
JOGEMAYA PRAKASHANI
JOGEMAYA PRAKASHANI

ছোট্ট রামায়ণ

ছোট্ট রামায়ণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

যোগমায়া

প্রকাশনী

৬০, পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৮৫

প্রকাশক : শ্যামলী ঘোষ ॥ এল. আই. জি. বিল্ডিং।
ব্লক-সি : ফ্ল্যাট-থ্রি।
৪৯, নারকেলডাঙ্গা নর্থ রোড।
কলকাতা ৭০০০১১

যোগমায়া প্রকাশনীর দপ্তর :
৬০, পটুয়াটোলা লেন।
কলকাতা ৭০০০০৯

যোগমায়া প্রকাশনীর নিজস্ব বিক্রয়কেন্দ্র
শিব্রাম চক্রবর্তীর বইএর দোকান।
কলেজ স্ট্রীট মার্কেট।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায়

মুদ্রাকর : সত্যরঞ্জন জানা ॥ মাদার প্রিন্টার্স

দাম : ১০·০০

রামায়ণ

বুদ্ধদেব বসু

"ছন্দের আনন্দ কবিতার উন্মাদনা জীবনে প্রথম যে বইতে আমি জেনেছিলুম, সেটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'ছোট্ট রামায়ণ', ছোট্ট, সচিত্র, বিচিত্র, বিচিত্র-মধুর, সে-বই ছিলো আমার প্রিয়তম সঙ্গী : যোগীন্দ্রনাথ সরকারের পদলালিত্যের আদর খেতুম, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের 'শিশু' পত্রিকার পাতাবাহারে চোখ জুড়োতো—কিন্তু এমন নেশা ধরতো না আর-কিছুতেই। বার-বার পড়তে-পড়তে সমস্ত বইখানা আমার রসনাগ্রে অবতীর্ণ হয়েছিলো,—কিন্তু শুধু পদাবলি আউড়েই আমার তৃপ্তি নেই, রাম-লীলার অভিনয়ও করা চাই। বাঁশের তীরধনুক হাতে নিয়ে বাড়ির উঠোনের রঙ্গমঞ্চে আমার লম্ফঝম্ফ : আমিই রাম এবং আমিই লক্ষ্মণ, আর ওই যে মাচার লাউকুমড়ো ফোঁটা-ফোঁটা শিশিরে সেজে আছে—ঐ হ'লো তাড়কা রাক্ষসী। সীতাকে না-হ'লেও তখন আমার চলতো, এমনকি, রাবণকে না-হ'লেও—কেননা রাম-লক্ষ্মণের বনবাসের অমন অপরূপ ফূর্তিটা মাটি হ'লো তো সীতা-রাবণের জন্যই। কী ভালো আমার লাগতো সে-সব নদী, বন, পাহাড়—পম্পা, পঞ্চবটী, চিত্রকূট—ছবির মতো এক-একটি নাম—ছবির মতো, গানের মতো, মন্ত্রের সম্মোহনের মতো উপেন্দ্রকিশোরের মুখবন্ধ :

> বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
> ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে।
> খড়ের কুটিরখানি গাছের ছায়ায়,
> চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
> রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
> সে বড়ো সুন্দর কথা, শোনো মন দিয়া।

'চঞ্চল'-এর যুক্তবর্ণ নিয়ে আমার রসনা সুখাদ্যের মতো খেলা করতো, তার অনুপ্রাসের অনুরণনে বুক কাঁপতো আমার। যোগীন্দ্র সরকার পদ্য পড়িয়েছিলেন অনেক, কিন্তু কবিতার জাদুবিদ্যার সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়।"*

"...আর সেই বিস্ময়কর রায়চৌধুরী পরিবার, বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-একটিমাত্র পরিবারের আসন, মাত্রাভেদ যত বড়োই হোক না, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির পরেই। কোনো-একটা সময়ে এ-রকমও আমাদের মনে হয়েছিলো যে বাংলা শিশু সাহিত্য এই রায়চৌধুরীদেরই পারিবারিক এবং মৌরশি কারবার ভিন্ন কিছুই নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ। তিনিই আমাদের প্রথম শোনালেন রামায়ণ, মহাভারত ; যাকে বলা যায় বাংলা দেশের অমর ছড়ার গদ্য-রূপ, সেই 'টুনটুনির গল্প' শোনালেন।..." [প্রবন্ধ : বাংলা শিশু সাহিত্য]

---

* প্রবন্ধ : রামায়ণ। বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮) ছিলেন বাংলা সাহিত্যে একদিকে কবি, অন্যদিকে গল্প-উপন্যাস-নাটক-প্রবন্ধ রচনা আর সমালোচনায় সিদ্ধহস্ত। ইংরাজী ভাষাতেও তাঁর অসাধারণ দখল ছিল। ১৯৬৭ সালে তিনি আকাদেমি পুরস্কার পান। ১৯৭০ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেন। ১৯৭৪ সালের ১৮ই মার্চ তাঁর মৃত্যু হয়।

তোমাদের উপেন্দ্রকিশোর

১৮৬৩ সালের ১২ই মে ময়মনসিংহ জেলার মসুয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। বাবার নাম কালীনাথ আর মা ছিলেন জয়তারা। তাঁর বাবা কিন্তু ছেলের নাম রেখেছিলেন—কামদারঞ্জন। পাঁচ বছর বয়সে তাঁর এক কাকা হরিকিশোর রায়চৌধুরী তাঁকে দত্তক নেন। আর তখনই তাঁর নাম হয়ে যায় উপেন্দ্রকিশোর।

প্রবেশিকা পরীক্ষা ১৮৮০ সালে ও ১৮৮৪ সালে বি. এ. পাশ করেন। ব্রাহ্মনেতা দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মেয়ে বিধুমুখীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁব তিন মেয়ে সুখলতা, পুণ্যলতা আর শান্তিলতা। দুই ছেলে—সুকুমার ও সুবিনয়। সুকুমার রায় আর তাঁর ছেলে সত্যজিত রায়ের কথা তো সবারই জানা।

১৮৮৩ সালে 'সখা' পত্রিকায় তাঁর প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। তোমাদের নিয়েই তাঁর ভাবনা-চিন্তার অন্ত ছিল না। কি করে, কেমন ভাবে, কোন ভাষায় লিখলে তা ছোটদের ভাল লাগবে, তারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করবে, সেদিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। ছোটদের জন্য তিনি লিখেছেন—রামায়ণ, মহাভারত, সেকালের কথা, টুনটুনির বই, গুপি গাইন ও বাঘা বাইন—এইরকম নানা ধরনের বই। ১৯১৩ সালে তিনি তোমাদের জন্যই প্রকাশ করেছিলেন 'সন্দেশ' নামের একটি পত্রিকা। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা, সরস কাহিনী, পুরাণের কথা সব তিনি সুন্দর করে লিখেছেন শুধু ছোটদের জন্যই। নিজের লেখার সঙ্গে নিজেই ছবি আঁকতেন তিনি। ছোট্ট রামায়ণের মধ্যেও ছিল এমনতর অনেক ছবি। কিন্তু বহু ব্যবহারে সেগুলি ছাপার অযোগ্য মনে হওয়ায় এখানে ছবিগুলি আমরা ছাপার চেষ্টা করলাম না। ইউ. রায় এণ্ড সন্স কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন তিনি। ছাপার উন্নতি বিশেষ করে ছবি ছাপার উন্নতির মূলেও ছিলেন তিনি। গান-বাজনাতেও পারদর্শী ছিলেন। বড় হয়ে নিশ্চয়ই তাঁর কথা ভাল করে জেনে নিও তোমরা, কেমন? ১৯১৫ সালের ২০শে ডিসেম্বর তিনি মারা যান।

এই বইতে যে বড় বড় ছবি আছে ছোটরা ইচ্ছে করলে পছন্দমত রঙ লাগাতে পার। তবে ছোট ছবিগুলো রঙ লাগিয়ে নষ্ট কর না, তাহলে লেখা খারাপ হয়ে যাবে।
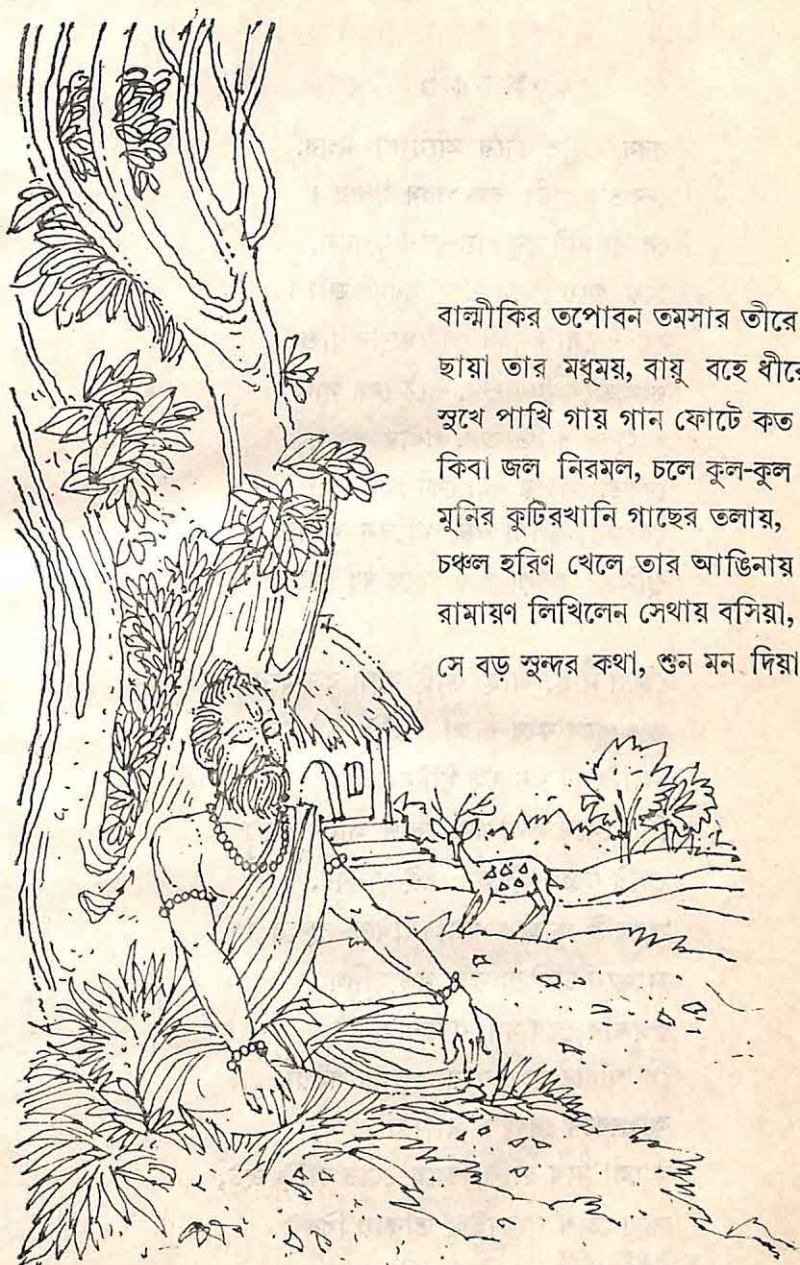
বাল্মীকির তপোবন তমসার তীরে
ছায়া তার মধুময়, বায়ু বহে ধীরে,
সুখে পাখি গায় গান ফোটে কত ফুল,
কিবা জল নিরমল, চলে কুল-কুল।
মুনির কুটিরখানি গাছের তলায়,
চঞ্চল হরিণ খেলে তার আঙিনায়।
রামায়ণ লিখিলেন সেথায় বসিয়া,
সে বড় সুন্দর কথা, শুন মন দিয়া।

আদিকাণ্ড

সরযূ নদীর তীরে অযোধ্যা নগর,
দেবতার পুরী হেন পরম সুন্দর।
সোনা মণি মুকুতায় করে ঝলমল,
ছায়া লয়ে খেলে তার সরযূর জল।
বড় ভালো দশরথ সে দেশের রাজা,
দুঃখীজনে দেন সুখ, শঠে দেন সাজা।
রানী তাঁর তিনজন, পরীর মতন,
দেবতা সেবায় সদা কৌশল্যার মন।
কৈকেয়ী রূপসী বড়, থাকেন আদরে,
সুমিত্রা সরলা তাঁর মুখে মধু ঝরে।

ছেলে নাই, আহা তাই ব্যথা বড় মনে,
কত পূজা করে রাজা আনি মুনিগণে।
আসিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিমহাশয়,
শিঙ নেড়ে কথা কন, দেখে লাগে ভয়।
ভারি যজ্ঞ করিলেন সেই মুনিবর,
'পুত্রেষ্টি' তাহার নাম, দেখিতে সুন্দর।
আগুনে ঢালিয়া ঘৃত, যত মুনিগণে
সুগভীর সুরে মন্ত্র পড়েন সঘনে।
সে আগুন হতে তায়, পায়স লইয়া,
লালবেশে দেবদূত আসিল উঠিয়া।
কালো মুখে হাসি, তাহে ঘোর দাড়ি জট,
লাল চোখ পাকাইয়া তাকায় বিকট।
রাজারে পায়স দিয়া কহিল সেজন,

"রানীদের দাও গিয়া করিতে সেবন।"
এতেক বলিয়া দূত গেল মিলাইয়া,
সুখে খান রানীগণ পায়স বাঁটিয়া।

তাহার পরে বছর গেলে,
রাজার হল চারিটি ছেলে।
আদরে তুলে নিলেন বুকে,
সুখের হাসি ফুটিল মুখে।
বাজনা বাজে মধুর স্বরে,
শঙ্খ বাজে ঠাকুরঘরে।
কাঙাল হাসে কতই পেয়ে,
নড়িতে নারে মিঠাই খেয়ে।

মুনি রাখিলেন নাম, বড় ছেলে হল রাম,
মাতা হন কৌশল্যা যাহার,
কৈকেয়ী রানীর ঘরে জন্মে যে তাহার পরে
ভরত হইল নাম তার।
লক্ষ্মণ শত্রুঘ্ন আর, দুই ছেলে সুমিত্রার,
দুই ভাই ছোট সকলের,
চারিটি চাঁদের মতো চারি ভাই বাড়ে যত
দেখে চোখ জুড়ায় লোকের।
স্নেহে মিলে চারি ভাই, খেলা করে এক ঠাঁই,
হয়ে সবে এক প্রাণ মন,
লেখাপড়া যত হয়, সকল শিখিয়া লয়,
যাহা কিছু জানে গুরুজন।
তীর-খেলা কত মতো, শিখিল তা, কব কত?
মহাবীর হল চারি ভাই,

যারে ধরে একবার, আকাশ পাতালে তার
পালাবার নাহি রহে ঠাঁই।

একদিন রাজা আছেন বসিয়া
সিংহাসনে আপনার,
বিশ্বামিত্র মুনি এমন সময়ে
এলেন সভায় তাঁর।
রাজা কন, "প্রভু, কিসের লাগিয়া,
আসিলেন মোর পাশ?"
মুনি কন, "হায় দুষ্ট নিশাচর
সকল করিল নাশ।
লুকায়ে আসিয়া রকত ঢালিয়া
মোর যজ্ঞ করে মাটি ;
দিন কয় তরে দেহ গো রামেরে,
রাক্ষস দিবে সে কাটি।"
ত্রাসে দশরথ কহেন কাঁপিয়া,
"তাও কি কখনো হয়?
রাক্ষসের মুখে কেমনে বাছারে
পাঠাইব মহাশয়!"
শুনিয়া অমনি উঠিলেন মুনি
বিষম রোষেতে জ্বলি ;
হয় সর্বনাশ দেন বুঝি শাপ,
না জানি কি কথা বলি!
ভয়ে সভাজনে কহে "মহারাজ!
দেহ দেহ রামে আনি,
ভালো হবে তার, মুনির কৃপায়,
না হবে কোনোই হানি।"

শুনিয়া তখনি রাম লক্ষ্মণেরে
দেন রাজা আনাইয়া।
মহা খুশি হয়ে যান মুনি তায়
দুইটি ভাইকে নিয়া।

রণবেশে দুই ভাই সাজি তারপর,
মুনির সহিত যান লয়ে ধনুশর।
গুরুজন খান চুমো তাঁদের মাথায়,
দেবতার নাম লয়ে করেন বিদায়।
পথে রাম শিখিলেন সরযূর তটে
দুই বিদ্যা অদ্ভুত মুনির নিকটে।
এক তার 'বলা', তাহে যায় রোগ ভয়,
'অতিবলা' আর, তাতে হয় রণে জয়।
দুইদিন পরে তাঁরা হন গঙ্গা পার,
তারপরে ঘন বন, বড় অন্ধকার।
রামেরে বলেন মুনি, "হেথায়, রে ধন,
তাড়কা রাক্ষসী থাকে বিকট বদন।
রক্তখাকী হতভাগী ভারি বল ধরে,
লোকজন মেরে বন করেছে নগরে ;
এই পথে যেই যায়, তারে খায় গিলে,
আপদে মারহ বাপ দুই ভাই মিলে।"

মরিবে রাক্ষসী বুড়ি, রক্ষা নাই তার,
তখনি দিলেন রাম ধনুকে টংকার।
'টং-টং' রবে তার রুষি ভয়ংকর,
দাঁত কড়মড়ি বুড়ি কাঁপে থর-থর।
"হাঁই-মাঁই-কাঁই" করি ধাঁই-ধাঁই ধায়,

হুড়মুড়ি ঝোপঝাড় চুরমারি পায়।
গরজি-গরজি বুড়ি ছোটে, যেন ঝড়,
শ্বাস বয় ঘোরতর ঘড়র-ঘড়র।
কান যেন কুলো তার, দাঁত যেন মূলো,
জ্বল-জ্বল দুই চোখে জ্বলে যেন চুলো।
হাঁ করেছে দশ গজ, তাহে জিভ খান,
লকলকে চকচকে দেখে ওড়ে প্রাণ।
বিষম ধূলার ঘোরে দোঁহারে ঘেরিয়া,
পাথর ছুঁড়িয়া বুড়ি মারে চেঁচাইয়া।
কোনো ডর নাহি পায় তাহে দুই ভাই,
ডাক শুনি লাখ বাণ মারে সাঁই-সাঁই।
দেখা দিল বুড়ি তাই ফাঁপর হইয়া,
পাহাড় বেরুল যেন দাঁত খিঁচাইয়া।
হাত নাক কান কাটি, বুকে হানি বাণ,
দুজনে তখন তার বধিল পরান।
মুনির মুখেতে হাসি ধরে নাকো আর
"বেঁচে থাক" "বেঁচে থাক" বলে বারবার।
মহা-মহা শেল শূল দেন কত রামে,
দেবতা অসুর কাঁদি ভাগে যার নামে।
যতনে তখন লয়ে ভাই দুইজনে,
ফিরিয়া গেলেন মুনি নিজ তপোবনে।
যজ্ঞ করে মুনিগণ বসিয়া সেথায়,
রাক্ষস আসিয়া দেয় রক্ত ঢালি তায়।
তারপর পাঁচদিন মিলি দুইজনে,
পাহারা দিলেন সেথা বড়ই যতনে।
যজ্ঞের আগুন যেই জ্বলিল তখন,
মেঘের উপরে হল ভীষণ গর্জন।

তাহা শুনি দুই ভাই দেখেন চাহিয়া,
রাক্ষস খিঁচায় দাঁত আকাশ ছাইয়া।
জালাপানা মুখ আর ঝাঁটাপানা চুল,
কানে আঙ্গুটির গোছা, হাতে শেল-শূল।
মেঘের আড়ালে থাকি মারে উঁকি-ঝুঁকি,
পচা রক্ত ঢালি দেয় বারবার শুঁকি।
দুইটা পালের গোদা, বিষম বিকট,
মারীচ, সুবাহু নাম, অতি বড় শঠ।
মানব নামেতে বাণ জুড়িয়া ধনুকে,
ছুঁড়িয়া মারেন রাম মারীচের বুকে।
সেই বাণ খাইয়া বেটা, ঘোরে বন্-বন্,
সাগরে পড়িল গিয়া হয়ে অচেতন।
অগ্নিবাণ খেয়ে গেল সুবাহু মরিয়া,

বায়ুবাণে আরগুলো মরে চেঁচাইয়া।
যজ্ঞের আপদ গেল, দূর হল ভয়,
আনন্দেতে মুনিগণ বলে জয়-জয়।

তখন সবাই মিলে যান মিথিলায়
বোঝাই দিয়ে গাড়ি,
সেথায় যজ্ঞ হবে জবর জাঁকাল
জনক রাজার বাড়ি।
আছে ধনুক সেথায় কেউ নাকি তায়
গুণ পরাতে নারে,
শুনে মুনির সাথে দুভাই সুখে
দেখতে চলে তারে।
কত সবুজ মাঠে, নদীর তীরে
পথ গিয়েছে ঘুরে,
আহা, শূন্য পড়ে তাহার ধারে
এ কোন মুনির কুঁড়ে?
মুনি তাঁর কাহিনী কহেন রামে
গৌতমেরে স্মরে,
'জায়া অহল্যারে শাপেন তিনি
বিষম দোষের তরে।
হেথায় থাকবে পড়ে ছাইয়ের পরে
বাতাস কেবল খাবে।
হাজার বছর ধরে কেউ তোমারে
দেখতে নাহি পাবে,
শেষে রামকে দেখে দুখ ফুরাবে
ফিরব আমি ঘরে।

বলেই অমনি চলে যান হিমালয়
দারুণ রাগের ভরে।
দেবী ভাবেন হরি হেথায় পড়ি,
কঠিন সাজা সয়ে।
চল, তোমায় দেখে এবার তিনি
উঠুন সুখী হয়ে।”
তখন সবাই মিলে সেদিক পানে
চলেন তাঁরা ধেয়ে,
কুটির উজল করি উঠেন দেবী
রামের দেখা পেয়ে।
তাঁরে দেখতে পেয়ে দুভাই গিয়ে
পড়েন চরণ তলে,
দেবী অমনি তুলে নিলেন কোলে,
ভাসল নয়ন জলে।
গৌতম এলেন ঘরে সেই সময়ে
এলেন ততক্ষণ,
আবার দুজনে মিলে হরির পূজায়
দিলেন তাঁরা মন।

সেথা হতে মিথিলায় যান তিনজন,
দুভায়ে দেখিয়ে ভোলে সকলের মন।
জনক বলেন, “আহা, কেমন সুন্দর!
কাহার কুমার এরা কহ মুনিবর।”
মুনি বলেন, “দশরথ রাজা অযোধ্যার,
শ্রীরাম, লক্ষ্মণ এরা তাঁহার কুমার।
তাড়কা মারীচে মারি এসেছে হেথায়,
তোমার ধনুকখানি দেখিবারে চায়।”

রাজা বলেন, "বাছা সব থাকুক বাঁচিয়া
ধনুক দেখাই আমি এখুনি আনিয়া।
শিবের ধনুক সেটি, দিল দেবগণ,
গুণ দিতে নাহি তায় পারে কোনো জন।
গুণ দিবে দূরে থাক, তুলিতে না পারে,
লাজ পেয়ে শেষে চায় মারিতে আমারে।
সে ধনুকে যদি রাম পারে গুণ দিতে,
সীতার বিবাহ দিব তাহার সহিতে।"
শুনহ সীতার কথা সবে মন দিয়া,
ডিম্বের ভিতরে কন্যা ছিল লুকাইয়া।
চাষ করে মহারাজ লইয়া লাঙ্গল,
সেই কালে চারিদিক হইল উজল।
তখন দেখিল রাজা চাহিয়া সম্মুখে,
আশ্চর্য উঠেছে ডিম্ব লাঙ্গলের মুখে।
দেবতা সমান কন্যা তাহার ভিতরে,
সুখে তারে মহারাজ নিল বুকে করে।
সীতে ঠেকে উঠে তাই নাম তার সীতা,
জনকেরে কয় সবে সে মেয়ের পিতা।
রাজা কন, "ধনুকেতে যেই গুণ দিবে,
সেই সে সীতারে মোর বিবাহ করিবে।"

না জানি কতই ভারি ছিল ধনুখানি!
অনেক হাজার লোকে আনে তারে টানি।
ভয়ংকর সেই ধনু তুলি বাম হাতে,
হাসিতে হাসিতে রাম গুণ দেন তাতে।
তারপর গুণ ধরি দিলে এক টান,
'মট' করি হর-ধনু ভেঙ্গে দুইখান।

তারপর গুণ ধরি দিলে এক টান

ভয়ে তায় চোখ বুজি, কানে দিয়ে হাত,
'বাপ' ! বলি কত বীর হয় চিৎপাত !
বড়ই হলেন সুখী জনক তখন,
রামেরে আদর করি কত কথা কন ।
বিবাহের কথা স্থির হইল ত্বরায়,
লিখন লইয়া দূত যায় অযোধ্যায় ।
পত্র পান দশরথ বসিয়া সভায়—
"শ্রীরাম-সীতার বিয়ে, এস মিথিলায় ।"
রাজা কন, "কি আনন্দ চলহ সকলে !"
অমনি সাজিল সবে 'রাম জয়' বলে ।
হাতি ঘোড়া, লোকজন ঢাক ঢোল নিয়া,
মহানন্দে মহারাজ চলেন সাজিয়া ।
চারদিনে যান রাজা মিথিলা নগরে,
জনক নিলেন তাঁরে পরম আদরে ।

শুন কি সুন্দর কথা হইল তখন,
সেথা ছিল চারি কন্যা লক্ষ্মীর মতন ।
ঊর্মিলা নামেতে কন্যা জনক রাজার,
ভাইঝি মাণ্ডবী তাঁর, শ্রুতকীর্তি আর ।
সীতারে লইয়া তারা হয় চারিজন,
চারি পুত্র দশরথ রাজার তেমন ।
মুনিগণ বলে, "আহা, কিবা চমৎকার,
ছেলে মেয়ে নাই হেন কোনোখানে আর ।
এই-সব ছেলে যদি এই মেয়ে পায়,
বড় ভালো, মহারাজ, হইবেক তায় ।"
জনক বলেন, "বেশ, ভালো তো কহিলা,
শ্রীরামেরে দেহ সীতা, লক্ষ্মণে ঊর্মিলা,

শত্রুঘ্নরে শ্রুতকীর্তি, মাণ্ডবী ভরতে,
একদিনে চারি বিয়ে হোক এই মতে।"

তখন মিথিলাপুরী করে টলমল,
কি আনন্দ, কত গান, পূজা কোলাহল
লাগিল ভোজের ধুম বাজিল বাজনা,
ঢাক, ঢোল, কাড়া, কাঁসি, না হয় গণনা।
আলো করে ঝলমল, ধূপধুনা জ্বলে,
যতনে সাজায়ে কন্যা আনিল সকলে।
অগ্নির সম্মুখে বসি জনক তখন,
চারি বরে কন্যা দেন করিয়া যতন।
কতই মুকুতা মণি দাস-দাসী আর
মেয়েদের দেন রাজা শেষ নাই তার।
তারপর আশীর্বাদ করিয়া সকলে,
বিশ্বামিত্র মুনি যান হিমালয়ে চলে।
মহারাজা দশরথ ছেলে বউ নিয়া,
মনের সুখেতে যান বিদায় হইয়া।

নিয়ে বউ সকলে, মনের সুখে
চলেন সবাই ঘরে,
তখন পথের মাঝে কাঁপেন তাঁরা
পরশুরামের ডরে।
সে যে বাঘের মতো বিষম রাগী,
কুড়াল নিয়ে ফেরে,
নাহি ডরায় কারে বড়ই চটে
দেখলে ক্ষত্রিয়েরে।

মুনি কুড়াল দিয়ে তাদের সবে
কেটেছে একুশবার,
তাতেই ভয়েতে তারা হয় যে সারা
নামটি শুনেই তার।
রাজা কতই আদর করেন তারে
'আসুন-আসুন' বলে।
মুনি না চায় ফিরে, রামকে দেখে
গেল সে রাগে জ্বলে।
বলে, "শিবের ধনুক ভেঙেই বুঝি
হয়েছ ভারি বীর?
আমার ধনুকটিকে গুণ পরিয়ে
চড়াও দেখি তীর!"
শ্রীরাম ধনুক নিয়ে অমনি তাতে
দিলেন টেনে গুণ,
পরে বাণটি হাতে নিতেই মুনির
মুখ তো হল চুন!
তখন রাম ভাবিলেন, 'এ বাণ খেলেই
যাবেন ঠাকুর মরে,'
কাজেই অপর দিকে দিলেন ছুঁড়ে
সে তীর দয়া করে।
অনেক তপস্যাতে পেলেন মুনি
স্বর্গে যত স্থান,
সে তীর পড়ল গিয়ে সেইখানেতে
বাঁচল মুনির প্রাণ।
ঠাকুর হার মেনে তায় সেখান হতে
গেলেন লাজের ভরে,

রাজা সবায় নিয়ে মনের সুখে
এলেন আপন ঘরে।
তখন আদর করে রানীরা সবে
বউ লইলেন কোলে,
তাঁদের দিলেন কি যে বলতে হলে
পড়ব বড়ই গোলে।
পরে ভরত গেলেন মামার বাড়ি
শত্রুঘ্নরে লয়ে,
আর শ্রীরাম করেন পিতার সেবা
পরম সুখী হয়ে।

অযোধ্যাকাণ্ড

বয়স হইল ষাট হাজার বছর,
চলিতে কাঁপেন রাজা করি থর-থর।
ভাবিলেন তাই, 'মোর বল গেছে টুটি,
রামেরে বুঝায়ে কাজ আমি লই ছুটি।'
তখন বলেন রাজা, "শুন সভাজন,
যুবরাজ কর মোর রামেরে এখন।"
শুনিয়া সুখেতে সবে করে কোলাহল,
আনন্দে কৌশল্যা মা'র চোখে এল জল।
পুরোহিত মহামুনি বশিষ্ঠ তখন,
যতনেতে করিলেন যত আয়োজন।
সুন্দর বসন পরি সাজিল সকলে,
আনন্দে ধুইল মুখ চন্দনের জলে।
মনের সুখেতে তারা করে গণ্ডগোল,
'ডিম্বি-ডিম্বি' 'তাই-তাই' বাজে ঢাক ঢোল।
কৌশল্যা দেবীর স্নান হয়েছে কখন,
হরিনাম করে মাতা হয়ে এক মন।

কৈকেয়ীর ছিল এক আদরের দাসী,
বিষমুখী হতভাগী কুঁজি সর্বনাশী।
মন্থরা নামটি তার, লোকে কয় 'কুঁজী',—
কার মেয়ে, কোথা ঘর, নাহি পাই খুঁজি।
কুঁজী বলে, "হ্যাঁ গা, এত কিসের বাজনা?"
রামের ধাই-মা কয়, "তাও কি জানো না?

যুবরাজ হবে আজি আমাদের রাম,
তাই এত বাদ্য আর এত ধূমধাম।”
এই কথা ধাই তারে কহিল যখন,
হিংসায় কুঁজীর কুঁজ করে টন-টন!
কৈকেয়ীর কাছে গিয়া তখনি সে কয়,
“শোন, শোন! আজি রাম যুবরাজ হয়!”
রানীর মনেতে বড় সুখ হল তায়,
খুলিয়া গলার হার দিল মন্থরায়।
দূরে ফেলি সেই হার কহে দুষ্ট কুঁজী,
“ভালো মন্দ কিসে হয়, নাহি জানো বুঝি!
কুটিল কৌশল্যা রানী রাজার মা হলে,
হেঁট মুখে রবে তুমি তার পদতলে।
রাম রাজা হলে তোর ভরতে মারিবে,
তখন তোমার দশা ভাব কি হইবে।”
শুকাল রানীর মুখ এ কথা শুনিয়া,
পরান কাঁপিল তার ভরতে ভাবিয়া।
বলে, “কুঁজী বল্! বল্! কি হবে উপায়?
কেমনে বাঁচাব বল্ আমার বাছায়?”
কুঁজী বলে, “ভয় নাই, হবে সেই কাজ
দুই বর তোরে যদি দেয় মহারাজ।
ভরত হইলে রাজা, রাম গেলে বনে
ভয় না থাকিবে আর, ভাবি দেখ মনে!
যুদ্ধে গিয়া মহারাজ ভারি ব্যথা পায়,
পরানে বাঁচে সে খালি তোমারই সেবায়।
দুই বর দেবে রাজা বলেছে তখন,
সে বর চাহিয়া কেন লহ না এখন?
ভরতে করহ রাজা রামে বনে দিয়া,

তারপর সুখে থাক খাটেতে বসিয়া।"
রানী বলে, "ভালো যুক্তি দিলি কুঁজী মোর,
আজি বনে যাবে রাম, ভয় নাই তোর।"
তখন কুঁজীর সাথে করি কানাকানি,
বিপদ ঘটাল হায় সর্বনাশী রানী।
ভাঙিল হীরার বালা সানে আছাড়িয়া,
ময়লা কাপড় আনি পরিল খুঁজিয়া।
এলাইয়া কালো চুল শুইল ধুলায়—
ভালোই পাতিল ফাঁদ মারিতে রাজায়।
আসিয়া দেখেন রাজা একি সর্বনাশ,
মাথায় পড়িল যেন ভাঙিয়া আকাশ।
কতই ডাকেন রাজা, "রানী, রানী, রানী।"
কৈকেয়ী আঁচল শুধু মুখে দেয় টানি।
রাজা কন, "হায়, রানী নাহি কয় কথা!
হল কি অসুখ ভারি? পাইল কি ব্যথা?
বল রানী, দুখ দিল কে তোমার মনে,
তলোয়ারে তার মাথা কাটি এইক্ষণে।"
বিনয় করিয়া রাজা কত কথা কয়,
কিছুতে রানীর হায় দয়া নাহি হয়।
তখন বলেন রাজা, "কি চাই তোমার?
এখনি পাইবে তাহা, বল একবার।"
শুনিয়া কৈকেয়ী তারে নাকি সুরে কয়,
"সত্য করি বল আগে, দিবে তা নিশ্চয়।"
রাজা কন, "দিব, দিব, দিব তা তোমারে।"
তাহা শুনি দুষ্ট রানী হাসি কয় তাঁরে,
মনে কর সেই যুদ্ধ অসুরের সাথে,
বড় খোঁচা মহারাজ খেলে তার হাতে।

ভাঙিল হীরার বালা সানে আছাড়িয়া

করিয়া কতই সেবা বাঁচাই তোমায়,
দিতে মোরে দুই বর চাও তুমি তায়।
আজি মোরে সেই বর দেহ মহারাজ,
বিষ খাব, যদি নাহি কর এই কাজ।"
রাজা কন, "কহ-কহ কিবা সেই বর,
দিব তাই এই ক্ষণ, নাহি কোনো ডর।"
শুনিয়া কৈকেয়ী কয়, আর কিছু নয়
ভরতেরে যুবরাজ কর মহাশয়।
চৌদ্দ বছরের তরে রাম বনে যাবে,
পরিয়া গাছের ছাল ফল মূল খাবে।"
হায় রে নিষ্ঠুর কথা! হায় দুষ্ট রানী!
কি ব্যথা রাক্ষসী দিল রাজারে না জানি!
অজ্ঞান হইয়া রাজা পড়িল ধূলায়,
জাগিয়া চাপড়ি বুক করে হায়-হায়।
অস্থির হইয়া রাগে কাঁপে থর-থর,
শিশুর মতন কাঁদে হইয়া কাতর।
পাগল হইয়া ধরে কৈকেয়ীর পায়,
আবার অজ্ঞান হয়ে লুটায় ধুলায়।
তবু হায় রাক্ষসীর দয়া নাহি হয়,
লাজ নাই, ভয় নাই, কটু কথা কয়।
এইভাবে গেল রাত কাঁদিয়া-কাঁদিয়া
সকালে আনিল রানী রামেরে ডাকিয়া।
ফাটিছে রামের বুক দেখিয়া রাজায়,
রানীরে বলেন, "মাগো, একি হল হায়?
কেন মা এমন দশা হইল পিতার?
কিসের লাগিয়া মুখে কথা নাহি তাঁর?"
রাক্ষসী বলিছে, "বাছা, ওটা কিছু নয়,

লাজেতে তোমার বাপ কথা নাহি কয়।
রাজা বলেছেন, আজ তুমি যাবে বনে,
জানাতে তোমায় তাহা লজ্জা হয় মনে।
পিতার মনের কথা শুনিলে এখন,
লক্ষ্মী ছেলে, বনে যাও ছাড়ি রাজ্য ধন !
চৌদ্দ বছরের পর আসিও আবার
ততদিন হবে রাজা ভরত আমার।"
কহিল কঠিন কথা আদর করিয়া
খেতে যেন দিল বিষ মধু মাখাইয়া।
বারণ করিতে তারে না পারেন রাজা,
'বর দিব' বলেছেন, হায় তার সাজা !
শ্রীরাম বলেন, "এই যাই আমি বনে,
তার তরে ভয় মাতা করিও না মনে।
রাজা যদি নাহি হই, কিবা তায় দুখ ?
থাকিলে পিতার কথা বনেতেও সুখ।
রাজা হয়ে সুখে থাক ভরত আমার,
পিতারে দেখিও মাগো, কি বলিব আর।"
অযোধ্যার প্রাণ রাম, তিনি যান বনে,
তাঁহাকে ছাড়িয়া লোক বাঁচিবে কেমনে ?
রুষিয়া লক্ষ্মণ কন, "মারিব রাজায় !
কৈকেয়ী ভরতে মারি রাখিব দাদায়।"
আদরে বলেন রাম, তারে লয়ে বুকে
"ভাইরে অমন কথা আনিয়ো না মুখে।
পিতা হন আমাদের দেবতা সমান,
রাখিব তাঁহার কথা দিয়া এই প্রাণ।"

কৌশল্যার দুঃখ আর কি বলিব হায়—

কথায় সে দুঃখ বুঝানো কি যায় ?
রামেরে বিদায় দিতে হইল যখন,
না জানি কেমন তাঁর করেছিল মন !
রাম কন, "দেখো মাগো পিতারে আমার,
চৌদ্দ বছরের পরে আসিব আবার।"
সীতা কন, "যেথা রাম, সেথা মোর ঘর,
দুজনে সুখেতে রব বনের ভিতর।"
লক্ষ্মণ বলেন, "দাদা, মোরে লও সাথে,
ফল মূল দিব আনি, তুলি নিজ হাতে।"
সুমিত্রা বলেন, "যাও, যাওরে লক্ষ্মণ,
রামেরে দেখিয়ো বাছা পিতার মতন।
সীতা যেন মা তোমার, এই রেখ মনে,
ঘর ভেবে সুখে বাপ থাক গিয়ে বনে।"
বনে যেতে তিনজন করি তাঁরা মন
কাঙালে করিলা দান যত ছিল ধন।
সুমন্ত্র সারথি আনে রথ সাজাইয়া,
কৈকেয়ী গাছের ছাল দিলেন আনিয়া।
তাহা পরি দুই ভাই করিলেন সাজ,
সীতারে পরাতে নাহি দেন মহারাজ।
বেলা হল, বয়ে যায় যাবার সময়,
প্রণাম করিয়া রাম দশরথে কয়,
"বনে যাই, মহারাজ দেহ পদধূলি,
দুখিনী মায়ের পানে চেয়ো মুখ তুলি।"
তারপরে তিনজনে চড়ে গিয়ে রথে
পাগল হইয়া লোকে ছুটে যায় পথে।
কাঁদিতে-কাঁদিতে রাজা নিজে যান ধেয়ে,
ব্রাহ্মণ সকলে যান, আর যত মেয়ে।

কাঁদিয়া কৌশল্যা যান ; হায় রে দুখিনী—
আলুথালু হয়ে মাতা ধায় পাগলিনী ।
কেমনে এ দুখ দেখি প্রানেতে সয় ?
"চল, চল," বলি রাম সারথিরে কয় ।
ছুটে যায় রথখানি তীরের মতন,
তার সাথে যেতে আর পারে কয়জন ?
তবুও ছুটিয়া রাজা কতদূর যায়,
চলিতে না পারি আর বসিল ধূলায়
চাহিয়া রথের পানে কথা নাহি মুখে,
ঝরিয়া চোখের জল বয়ে যায় বুকে ।
চলি গেল রথখান, দেখা নাহি যায়,
অমনি লুটায়ে রাজা পড়িল ধূলায় !
কৈকেয়ী তুলিতে তারে আইল ছুটিয়া,
"দূর-দূর !" বলি রাজা দিল তাড়াইয়া ।
তারপর কৌশল্যার হাতখানি ধরে,
ভাসিয়া চোখের জলে গেল তাঁর ঘরে ।
সেথায় শুইল রাজা করি হায়-হায়,
ভাবিয়া রামের কথা বুক ফেটে যায় ।

জানি রাম কতদূর যান ততক্ষণ,
কেমনে ছাড়িল তাঁরে অযোধ্যার জন ?
তীরের মতন তাঁর রথখানি যায়
কপাল চাপড়ি লোক পিছু-পিছু ধায় ।
বলে, "এই ছাই দেশে কে রহিবে আর ?
রাম যেথা যান, মোরা সাথে যাব তাঁর ।"
বেলা শেষ হল, তারা তবু নাহি ফিরে,
আঁধার হইল আসি তমসার তীরে ।

থামিল তখন রথ, আসিল সকলে,
ঘরে না ফিরিল তারা সাথে যাবে বলে।
শেষ রাতে উঠি রাম গেলেন চলিয়া,
কেহ না জানিল—সবে ছিল ঘুমাইয়া।
প্রভাতে উঠিয়া তারা করে হায়-হায়,
কাঁদিতে-কাঁদিতে শেষে ঘরে ফিরে যায়।
হেথায় চলেছে রথ তিনজনে লয়ে
নদী বন মাঠ কত যায় পার হয়ে।
শৃঙ্গবের পুরে যেই বেলা গেল চলে,
ইঙ্গুদী গাছের তলে বসেন সকলে।
সে দেশে নিষাদ-রাজা, গুহ তার নাম,
বড়ই সরল সে যে, তার মিতা রাম।
'রাম এল' শুনে গুহ ছুটে এল সুখে,
"মিতা, মিতা", করি তাঁরে জড়াইল বুকে।
গুহ বলে, "খাবি মিতা ? এনেছি মিঠাই !"
রাম কন, "হায় মিতা কি করিয়া খাই ?
যেতে মোর হবে যে রে, যেথা ঘোর বন,
ফল মূল খেতে হবে মুনির মতন।"
শুনিয়া কাঁদিল গুহ হাউ-হাউ করে,
বিনয় করিয়া রামে কহিল সে পরে,
"থাক মিতা মোর হেথা, থাক মোর শিরে।
ঘর তোর, জন তোর, ডর তোর কি রে ?
নাচি-নাচি বই জুতা, ফিরি তোর সনে,
রাজা হয়ে থাক মিতা, কেন যাবি বনে ?"
রাম কন, "তা তো ভাই হয় না রে হায়,
তায় যে পিতার কথা মিছা হয়ে যায় !"
গঙ্গা জল খেয়ে রাম থাকেন সে রাতে,

জাগিয়া কাঁদিল গুহ লক্ষ্মণের সাথে।
প্রভাতে গুহের কাছে লইয়া বিদায়,
তিনজনে গঙ্গা পার হলেন নৌকায়।

বনের ভিতরে তাঁরা যান তার পরে
সুমন্ত্র কাঁদিল ফিরি অযোধ্যা নগরে।
বাঘ ভালুকের ঘর ঘোরতর বন,
তাহার ভিতর দিয়া যান তিনজন।
দিন গেল, রাত গেল, সন্ধ্যা এল ফিরে,
প্রয়াগে এলেন তাঁরা যমুনার তীরে।
যেথায় আসিয়া গঙ্গা মিলে যমুনায়,
মহামুনি ভরদ্বাজ থাকেন যেথায়।
মুনি বলে, "জানি রাম এলে কি কারণ,
আমার নিকটে বাপ থাক তিনজন।"
শ্রীরাম বলেন, "হেথা লোকজন চলে,
নিরিবিলি কোথা পাই মোরে দিন বলে।"

মুনি বলে. "চিত্রকূট পর্বতের তলে,
ছায়ায় লুকায়ে নদী মন্দাকিনী চলে।
দুই কূলে আছে গাছ ফল ফুলে ঝুঁকি,
হরিণ ময়ূর আসি দেয় সেথা উঁকি।
বনেতে কোকিল গায়. জলে হাঁস খেলে,
সুখেতে থাকিবে রাম সেইখানে গেলে।"
মুনির পায়ের ধূলা লইয়া তখন
যেথা সেই চিত্রকূট যান তিনজন।
সেথায় কুটির বাঁধি লতায়-পাতায়,
মনের সুখেতে তাঁরা রহিলেন তায়।

হেথা রাজা দশরথ পড়ে বিছানায়
ফেলেন চোখের জল করি হায়-হায়।
এমন সময়ে তাঁরে করিয়া প্রণাম,
কাঁদিয়া সুমন্ত্র কয়. "গিয়াছেন রাম।"
সে কথা সহিতে রাজা নারিলেন আর
সেই রাতে গেল প্রাণ দেহ ছাড়ি তাঁর।
কাঁদিয়া-কাঁদিয়া সবে ছিল অচেতন.
কেহ না জানিল, রাজা মরিল কখন।
পাগল হইল তারা সকালে উঠিয়া.
ভরতের লাগি লোক চলিল ছুটিয়া।
রাজারে ডুবায়ে রাখি তেলের ভিতরে,
পথ চেয়ে রয় তারা ভরতের তরে।

সবে কাঁদে, কৈকেয়ীর মুখে শুধু হাসি,
সে ভাবে, 'ভরত বড় সুখী হবে আসি!'
ভরত ফিরিয়া ঘরে কহিলেন তায়,

"কি বিপদ হল মাগো, বল তা আমায়।
কোথা পিতা, দাদা আর লক্ষ্মণ আমার ?
কেন এ সোনার পুরী হেরি ছারখার ?"
রানী বলে, "পিতা তোর নাই রে বাছানি,"
কাঁদিয়া ভরত তায় পড়েন অমনি।
হায়-হায় করি কন কাতর হইয়া,
"না জানি গেলেন পিতা কি কথা কহিয়া।"
রানী বলে, "তিনি এই বলেন তখন—
হায় রাম ! হায় সীতা ! হায় রে লক্ষ্মণ !"
ভরত বলেন, "এ কি কথা ভয়ংকর
কি হল তাঁদের মাতা, বলহ সত্বর।"
রানী বলে, "মরে নাই, রয়েছে বাঁচিয়া,
দিয়াছি রাজায় বলি বনে পাঠাইয়া।
আপদ হইল দূর বাছারে তোমার,
রাজা হয়ে সুখে থাক, ভয় নাই আর।"
এই কথা তুষ্ট রানী কয় হাসি মুখে,
ছুরি যেন মারে হায় ভরতের বুকে।
রুষিয়া বলেন তিনি, "কি বলিব হায়,
মা না হলে কাটিতাম এখনি তোমায়।
কভু না হইবে, যাহা আছে তোর মনে,
দাদারে আনিতে আমি এই যাই বনে।"
যাহার লাগিয়া রানী করে হেন কাজ,
খাইয়া তাহার গালি পায় বড় লাজ।
কুঁজী ভাবে, পায় জানি কিবা পুরস্কার,
যত ভাবে, তত কুঁজ উঁচু হয় তার !
মুখ ভরা হাসি আর গাল ভরা পান,
মাকড়ির ভারে যেন ছিঁড়ে দুই কান !

চকচকে চীন শাড়ি, চন্দনের ফোঁটা.
হাতে বালা. নাকে নথ, এই মোটা-মোটা।
দুয়ারে দাঁড়ায়ে ছিল সখীদের সাথে,
দরোয়ান ধরে দিল শত্রুঘ্নের হাতে।
শত্রুঘ্ন বলেন, "ভালো পাইলাম দেখা—
আজি কিছু সাজা তোর কপালেতে লেখা।"
চুল ধরি পরে যেই দিলেন আছাড়,
ভেড়ার মতন কুঁজী ডাকে চমৎকার।
মরিত সেদিন বেটি আছাড় খাইয়া,
ভাগ্যেতে ভরত আসি দেন ছাড়াইয়া।
ছাড়া পেয়ে তাড়াতাড়ি পলাইল ছুটি,
বাতাসেতে ফড়ফড় উড়ে তার ঝুঁটি!
তখন সকলে মিলি ভরতের সনে,
রামেরে আনিতে সুখে চলিলেন বনে।
বশিষ্ঠ সুমন্ত্র যান, যায় লোকজন,
কৌশল্যা সুমিত্রা আর দাসদাসীগণ।
কৈকেয়ী চলেন লাজে মাথা হেঁট করি
লাখে-লাখে যায় সেনা খাঁড়া ঢাল ধরি।
গুহের দেশেতে যেই আসিল সকলে,
গুহ বলে, "দেখ, দেখ, ভরতীয়া চলে!
সেটি মোর মিতাটিকে মারিবেক বটে—
লাগা টাঙ্গি ঝটপট, ঘরে যাক হটে!"
ভরত কি চান গুহ শুনিল যখন,
আনন্দে করিল তাঁর কতই যতন।
পাঁচশত তরী দিয়া করে গঙ্গা পার,
নাচিতে-নাচিতে যায় সাথে-সাথে তাঁর।
ভরদ্বাজ মুনি সনে দেখা হয় পরে,

ভুলিল সবার মন মুনির আদরে।
ঘোল, চিনি, ক্ষীর, সর, দধি, মালপূয়া,
রাবড়ী, পায়স, পিঠা, পুরী, পানতুয়া।
যত চায়, তত পায়, নাহি ধরে পেটে,
গিলিতে না পারে আর, তবু দেখে চেটে।
মুনি বলিলেন, "রাম থাকে চিত্রকূটে",
অমনি চলিল সবে সেই পথে ছুটে।
আনন্দে চলেছে তারা হইয়া চঞ্চল,
রামের কুটিরে গেল তার কোলাহল।
গাছে উঠে দেখি তায় কহেন লক্ষ্মণ,
"ভরত আইল দাদা লয়ে লোকজন।
মোদের মারিতে দুষ্ট আসিছে হেথায়,
মাথা কেটে তার সাজা দিব আমি তায়।"
রাম কন, "ভরতের কোনো দোষ নাই,
তাহারে এমন কথা কেন বল ভাই?"
লাজেতে আসেন তায় নামিয়া লক্ষ্মণ,
কুটিরে গেলেন পরে ভাই দুইজন।

ভরত শত্রুঘ্ন আহা তখনি আসিয়া,
লুটায়ে ধূলার পরে পড়েন কাঁদিয়া।
গড়াগড়ি দিয়া তাঁরা কাঁদেন দুজন,
কাঁদেন তাঁদের লয়ে শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
পরে বলিলেন রাম, "ভাইরে ভরত,
কি লাগি সহিয়া দুঃখ এলে এত পথ?
কেন রে গাছের ছাল দেখি তোর গায়,
কেন রে আইলে হেথায় ছাড়িয়া পিতায়?"
ভরত কহেন "হায়, কোথা পিতা আর?
কাঁদিয়া তোমার তরে প্রাণ গেল তাঁর।"
কাঁদেন তখন সবে 'পিতা' 'পিতা' বলে
কাঁদিল তাঁদের ঘিরি আসিয়া সকলে।
দুঃখের ভিতরে রাম পান কিছু সুখ,
এমন সময়ে দেখি জননীর মুখ।
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রার পায়,
প্রণাম করেন রাম লুটায়ে ধুলায়।
কাঁদিয়া রামের পায় পড়ি তারপরে
ভরত বলেন "দাদা, চল যাই ঘরে।"
রাম বলিলেন, "ওরে পরানের ভাই,
থাকুক পিতার কথা আমি এই চাই।
তুমি হবে রাজা, আর আমি রব বনে
পিতার এ কথা ভাই পালিব দুজনে।"
ভরত যতই তাঁরে করেন বিনয়,
শ্রীরাম কহেন শুধু, "কেমনে তা হয়?"
বশিষ্ঠ বুঝান কত, কাঁদে রানীগণ,
কিছুতেই না ফিরিল শ্রীরামের মন।
ভরত কাঁদিয়া তাঁরে কহিলেন শেষে,

"যদি কিছুতেই দাদা না যাইবেক দেশে,
তোমার খড়ম খুলে দাও দয়া করে,
তারেই করিব রাজা অযোধ্যা নগরে।
পরিয়া গাছের ছাল, ফল মূল খেয়ে
চৌদ্দ বছরের তরে রব পথ চেয়ে।
তারপরে তুমি যদি না আস ফিরিয়া,
নিশ্চয় মরিব দাদা আগুনে পুড়িয়া।"
রাম বলিলেন, "আমি আসিব তখন,
মায়েরে দেখিয়ো ভাই করিয়া যতন।"
এই বলি রাম তাঁরে করেন বিদায়,
ভরত খড়ম লয়ে যান অযোধ্যায়।
পুরীর ভিতরে কিন্তু নাহি যান আর,
নন্দীগ্রামে রহিলেন, নিকটেই তার।
রামের খড়ম রাখি উঁচু সিংহাসনে,
তাহার উপরে ছাতা ধরেন যতনে।
বাতাস করেন তারে চামর লইয়া,
না করেন কোনো কাজ তারে না বলিয়া।
পরেন গাছের ছাল, খান শুধু ফল,
মনের দুঃখেতে তাঁর চোখে ঝরে জল।

অরণ্যকাণ্ড

তার পরে সীতা আর লক্ষ্মণেরে নিয়া
দণ্ডক বনেতে রাম গেলেন চলিয়া।
দণ্ডক বনেতে যেতে লাগে বড় ডর,
হাতি সিংহ বাঘ সেথা ফেরে ভয়ংকর।
বিরাধ বলিয়া থাকে রাক্ষস সেথায়
না বিঁধে ব্রহ্মার বরে অস্ত্র তার গায়।
খিঁচাইয়া রাখে দাঁত পথ-ঘাট জুড়ি!
কড়মড়ি হাতি খায়—এই বড় ভুঁড়ি!
রামেদের দেখে বেটা আইল ধাইয়া.
তাড়াতাড়ি দিল ছুট সীতারে লইয়া।
শ্রীরাম কাঁদেন তায় করি হায়-হায়,
লক্ষ্মণ বলেন রুষি, "মারহ বেটায়।"
শুনিয়া বিরাধ কয়, "ঝাট্ পালা ঘরে!
হেথেরটি মোর গায় বিন্ধিবে না করে!"
সাত বাণ যদি রাম মারিলেন তারে,
খেঁকায়ে আইল বেটা রাখিয়া সীতারে।
ঝেড়ে ফেলে বাণ সব, ধায় শূল নিয়া,
রাম দেন সেই শূল বাণেতে কাটিয়া।
তাহে দুষ্ট দিল ছুট দুভাইকে লয়ে,
কতই তখন সীতা কাঁদিলেন ভয়ে।
ভাঙিলা দুভাই তবে রাক্ষসের হাত
অমনি চেঁচায়ে বেটা হল চিৎপাত।

কিন্তু সে আপদ যে রে কিছুতে না মরে,
পাথরে না পিষা যায় খড়্গে নাহি ধরে।
পুঁতিলেন তাই তারে মিলি দুই ভাই,
চলিলেন তারপর ছাড়ি সেই ঠাঁই।
মুনিদের ঘরে-ঘরে ফিরি তারপর,
সুখেতে কাটিয়া গেল দশটি বৎসর।
পরে আসিলেন তাঁরা পঞ্চবটী বনে,
সেথায় হইল দেখা জটায়ুর সনে।
অতি বড় পাখি সে যে সম্পাতির ভাই,
রামেরে বলিল, "বাবা থাক এই ঠাঁই।
তোমার পিতার বন্ধু আমি যে রে ধন,
সীতারে দেখিব আমি করিয়া যতন।"
ভারি চমৎকার সেই পঞ্চবটী বন,
নানা রঙে ফুল ফল দেখে ভরে মন।
দুলিয়া সুন্দর পাখি খেলে ডাল ধরি,
কুলকুল করি বয় নদী গোদাবরী।
সেই পঞ্চবটী বনে, সুন্দর কুটিরে,
সুখেতে থাকেন তাঁরা গোদাবরী তীরে।
হেনকালে কি হইল শুনহ সকলে—
রাক্ষসী আইল সেথা সূর্পণখা বলে।
লঙ্কায় রাবণ থাকে দশ মাথা যার,
এই বুড়ি হতভাগী বোন হয় তার!
হাঁ করে সীতারে বুড়ি কয় গিয়ে ধেয়ে,
"মুঁহি গিন্নী হব এই বুড়িটাকে খেয়ে!"
খাইত সীতারে বুড়ি নিশ্চয় তখন,
ভাগ্যে তার নাক কান কাটেন লক্ষ্মণ।
ব্যথায় অভাগী তায় মরে মাথা কুটি,

ছোট্ট রামায়ণ—৩

"বাপ্পুরে ! মাঁইরে !" বলি ঐ যায় ছুটি !
গেল বুড়ি খর আর দুষণের ঠাঁই ।
সেই দুটা হয় তার মাসতুত ভাই ।
লোকজন লয়ে তারা থাকে জনস্থানে,
কাটা নাক নিয়া বুড়ি গেল সেইখানে ।
পরে যা হইল সে যে বড় ভয়ঙ্কর ;
রাক্ষসের ডাকে বন কাঁপে থরথর ।
দেখিতে-দেখিতে তারা, খাঁড়া ঢাল নিয়া,
হাজারে-হাজারে সেথা আইল ছুটিয়া ।
শ্বাস ফেলি ঘোঁৎ-ঘোঁৎ ভেঙচায় রাগে,
দাঁত কড়মড়ি শুনি বড় ডর লাগে !
লাঠি গদা, শেল শূল, কুড়াল কাটারি,
রোষেতে ছুঁড়িয়া তারা মারে ভারি-ভারি ।
রামের বাণেতে সব হল খান-খান,
দুই দণ্ডে গেল যত রাক্ষসের প্রাণ ।

একটা রহিল শুধু, অকম্পন বলে,
চেঁচায়ে লঙ্কায় সেটা ছুটে গেল চলে।
রাবণেরে কয় কাঁপি, "হেই মহারাজ!
আরে তোর খরটি তো মরিলেক আজ!
তুসনিয়া ফুসনিয়া যেতো মাল ছিল,
সবেক মানুষ বেটা রামা কাটি দিল!"
পরেতে আসিয়া সেই নাককাটি বুড়ি
হাঁই-মাই করি সেথা কাঁদে মাথা খুঁড়ি।

লাফায়ে তখন উঠিল রাবণ
রাগেতে আগুন হয়ে,
সারথিরে কয়, "আয় তো রে মোর
গাধাটানা রথ লয়ে!"
সেই রথে চড়ি চলিল রাবণ
যেথায় মারীচ থাকে,
বলে, "চল যাই রামের নিকটে
সাজা দিব আজ তাকে।"
শুনিয়া মারীচ বলে, "হায় বাপ!
মুই তো না সেথা যাব!
বেটা বড় ভূত, লাগাবেক তীর,
লাটু পাক মোরা খাব!"
রাবণ কহিল, "নাহি যাস যদি
এখনি কাটিব তোরে।"
মারীচ কহিল, "যাব, যাব, মুই!
কি করিবি লিয়ে মোরে?"
রাজা কয়, "তুমি সোনার হরিণ
সাজিয়া সেথায় যাবে,

সীতার নিকটে নাচিয়া-নাচিয়া
লতা-পাতা খুঁটে খাবে।
রামেরে তখন দিবে সে পাঠায়ে
তোমারে ধরিয়া নিতে,
দূরে নিয়া তারে চেঁচাইবে তুমি
হা লক্ষ্মণ, হায় সীতে!
তাহা শুনি আর নারিবে লক্ষ্মণ
বসিয়া থাকিতে ঘরে,
আমিও তখন সীতারে লইয়া
ছুট দিব রথে করে!"
সাজি লয়ে সীতা তুলিছেন ফুল,
মারীচ তখন এল,
হরিণ সাজিয়া তাঁহার নিকটে
নাচিতে-নাচিতে গেল।
তারে দেখি সীতা আনেন অমনি
শ্রীরাম লক্ষ্মণে ডাকি,
লক্ষ্মণ বলেন, "বুঝেছি, এ-সব
মারীচ বেটার ফাঁকি!"
হেলা করে সীতা নাহি দেন কান
লক্ষ্মণের সে কথায়,
মিনতি করিয়া পাঠান রামেরে
হরিণ ধরিতে হায়।
সে পোড়া হরিণ রামেরে লইয়া
কত দূর গেল চলে,
বাণ খেয়ে শেষে ডাকিল কাতরে,
"হায় রে লক্ষ্মণ" বলে।
শুনি তা অমনি লক্ষ্মণেরে সীতা

কাঁদিয়া কহেন ভয়ে,

"হায়, বুঝি তাঁরে খাইল রাক্ষস

যাহ ধনু-শর লয়ে!"

লক্ষ্মণ বলেন, "মারীচের ফাঁকি

নহে গো এ কিছু আর,

রাম বড় বীর, মারিবে তাঁহায়,

এত জোর আছে কার?

একলা হেথায় রাখিয়া তোমায়

যাইব কেমন করে?

কোনো ভয় নাই আসিবেন রাম

এখনি ফিরিয়া ঘরে।"

রুষিয়া তখন কহিলেন সীতা

"বুঝিনু সকলি হায়,

ওরে দুষ্ট, তুমি এই চাও, যাতে

রাক্ষসে তাঁহারে খায়।"

কঠিন কথায় ব্যথা পেয়ে হায়
গেলেন লক্ষ্মণ চলি,
অমনি সেথায় আইল রাবণ
"হর হর বোম!" বলি।
যোগীর মতন সেজেছে রাবণ
চেনা নাহি যায় তারে,
টিকি দোলাইয়া হাসিয়া-হাসিয়া
আসিল কুটির দ্বারে।
যোগী ভাবি সীতা বসিতে আসন
দিলেন যতন করে,
ঘরে ছিল ভাত, আনিয়া আদরে
খাইতে দিলেন পরে।
কহিছে রাবণ, "কার মেয়ে তুমি?
কেমনে আইলে বনে?"
সীতা কন, "আমি জনকের মেয়ে
এসেছি পতির সনে।"
শুনি দুষ্ট কয়, "ভিখারীর সাথে
রয়েছ কিসের তরে?
বনের ভিতরে বাঘ থাকে ভারি
খাইবে তোমারে ধরে।
মোর সাথে চল, আমি সেই রাজা,
রাবণ যাহারে কয়,
খাটেতে বসিয়া পাইবে সকল
যা তোমার মনে লয়।"
সীতা কন তারে, "বটে রে অভাগা
এত বড় মুখ তোর!

বিশ পাটি দাঁত করি কড়মড়
চলেরে সীতারে লয়ে।

আজি, তোর দাঁত ভাঙিবেন রাম
দাঁড়া দেখি দুষ্ট চোর।”
কুড়ি চোখ তায় ঘুরায় রাবণ
রাগেতে পাগল হয়ে,
বিশ পাটি দাঁত করি কড়মড়
চলেরে সীতারে লয়ে।
রথখানি তার আইল অমনি
লাফায়ে উঠিল তায়,
দূরে দুই ভাই জানি কোন ঠাঁই
দেখিল না হায়-হায়!
গাছের উপরে বসিয়া তখন
ঘুমায় জটায়ু পাখি,
চমকি শুনিল ঐ যেন সীতা
কাঁদেন তাহারে ডাকি!
অমনি জটায়ু যমের মতন
ধরিল রাবণে গিয়া,
আধমরা করে ছাড়িল বেটারে
আঁচড় ঠোকর দিয়া।
ভাঙি রথখানি মারি তার ঘোড়া
ছিঁড়ি সারথির মাথা,
কাড়িল ধনুক ঝেড়ে ফেলে বাণ
পিষিল চামর ছাতা।
দেবতার বর পেয়েছে রাবণ,
সে যে মরিবার নয়,
দশ মাথা তার ছিঁড়ে কতবার
আবার নতুন হয়।
বুড়া পাখি হায় কত পারে আর?

বল তার গেল টুটি,
হাত-পা তাহার   কাটিয়া রাবণ
সীতা লয়ে যায় ছুটি ।

ঘরে ফিরে দুই ভাই না পান সীতায়
কাতরে কাঁদেন রাম করি হায়-হায় ।
খুঁজিলেন বনে-বনে গুহায়-গুহায়,
গোদাবরী তীরে আর যত ঝরনায় ।
কোথাও না পান তাঁরা দেখিতে সীতারে,
কেহ নাই, তাঁর কথা জিজ্ঞাসেন যারে ।
পরে আইলেন তাঁরা জটায়ু যেথায়,
রয়েছে অবশ হয়ে পড়ে যাতনায় ।
রোষেতে বলেন রাম দেখিয়া তাহারে,
"এই দুষ্ট খাইয়াছে আমার সীতারে !
রাক্ষস পাখির মতো রয়েছে সাজিয়া—
ঘুমায় কেমন দেখ, সীতারে খাইয়া ।"
এই বলি তারে রাম যান মারিবারে
কষ্টেতে তখন পাখি কহিল তাঁহারে—
"মেরে তো আমায় বাপ গিয়েছে রাবণ,
তারপরে তুমি আর মেরো না রে ধন ।
পলায়ে গিয়াছে দুষ্ট লয়ে সীতা মায়,
প্রাণ গেল, না পারিনু রাখিবারে তাঁয় ।"
জটায়ুরে বুকে লয়ে দুভাই তখন,
কাঁদেন কাতর হয়ে, শিশুর মতন ।
কিন্তু হায়, সেই ক্ষণে প্রাণ গেল তার
কিছুই কহিতে পাখি পারিল না আর ।

সেথা হতে তারপর সীতারে খুঁজিয়া,
চলিলেন দুই ভাই ঘন বন দিয়া।
কবন্ধ রাক্ষস ছিল তাহার ভিতর,
কি আর কহিব সে যে কত ভয়ঙ্কর।
মাথা নাই, গলা নাই, আছে শুধু ভুঁড়ি,
হাঁ করে রয়েছে তাই সারা বন জুড়ি।
থামের মতন তার বড়-বড় দাঁত,
যোজন জুড়িয়া দুই সর্বনেশে হাত।
একখানা চোখ দিয়া চায় কটমট,
হাতি মোষ যাই দেখে, ধরে চটপট।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যান সেই বন দিয়া,
খপ্ করে নিল বেটা তাঁদেরে ধরিয়া।
তখন বলেন তাঁরা, "খায় বুঝি গিলে,
এই বেলা কাটি হাত দুই ভাই মিলে।"
এই বলি দুই ভাই তলোয়ার দিয়া,
তাড়াতাড়ি হাত তার ফেলেন কাটিয়া।
গড়াগড়ি দিয়া কিবা চেঁচাইল তায়,
কহিল সে, "কে তোমরা? বল তা আমায়।"
শুনিয়া তাঁদের নাম বিনয়ে সে কয়,
"ভাগ্যেতে আমার হেথা এলে মহাশয়
এখন পোড়াও মোরে যদি দয়া করে
ঘুচিবে আমার দুঃখ, যাব নিজ ঘরে।"
আগুন জ্বালিয়া ভারি দুজনে তখন
কবন্ধে পোড়ান তায় শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
অমনি দেখেন তাঁরা, কিবা চমৎকার,
পরম সুন্দর দেহ হইল তাহার।
আগুন হইতে উঠি তখন সে কয়,

"সুগ্রীবের কাছে তুমি যাও মহাশয়।
ঋষ্যমুক পরবতে, পম্পা নদী-তীরে,
থাকে সে লইয়া সাথে বড়-বড় বীরে।
ত্বরায় তাহারে বন্ধু কর মহাশয়,
করিয়া সীতার খোঁজ দিবে সে নিশ্চয়।"
তাহা শুনি দুই ভাই যান সেথা হতে,
যেথায় সুগ্রীব থাকে, সেই পরবতে।

তারপর পম্পা নদী পার হয়ে শেষে,
আসিলেন দুই ভাই বানরের দেশে।
বানর কতই সেথা থাকে ভারি-ভারি,
পর্বত ছুঁড়িয়া মারে লম্বা লেজ নাড়ি।
রাজা তার বড় বীর, বালী নাম ধরে,
সুগ্রীব তাহার ভাই, কাঁপে তার ডরে।
কিষ্কিন্ধ্যায় থাকে বালী লোকজন লয়ে
ঋষ্যমুক নাহি যায় মাতঙ্গের ভয়ে।
সেই মুনি এই শাপ দিয়েছিলেন তায়,
"মাথা ফেটে যাবে তোর, আসিলে হেথায়।"
সেই ভয়ে ঋষ্যমুকে নাহি যায় বালী
দূর থেকে সুগ্রীবেরে দেয় শুধু গালি।
পর্বত হইতে দেখি শ্রীরাম লক্ষ্মণে,
বড়ই হইল ভয় সুগ্রীবের মনে।
মন্ত্রী হনুমানে ডেকে বলিল তখন,
"কি লাগি আইল হেথা মানুষ দুজন?
বালী বুঝি পাঠাইল, মারিতে আমায়,
নিশ্চয় জানিয়া হনু আইস ত্বরায়।"
গোঁপ-দাড়ি পরে হনু সাজিল সন্ন্যাসী।
রামের নিকটে পরে দেখা দিল আসি।
বড়ই পণ্ডিত হনু, ভারি বুদ্ধিমান,
হাসি-হাসি কথা কয়, মধুর সমান।
রামেরে করিল সুখী মিষ্ট কথা কয়ে,
কাঁধে করে গেল পরে দুজনেরে লয়ে।

সুগ্রীব রামের কাছে জোড় হাতে কয়,
“দয়া করে মোর মিতা হও মহাশয়।
কত দুঃখ দিয়া বালী দিল তাড়াইয়া,
রাজা কর মোরে রাম তাহারে মারিয়া।”
শ্রীরাম কহেন তারে, “আমি তাই চাই,
হইতে তোমার মিতা এনু এই ঠাঁই।
বালীরে মারিয়া রাজা করিব তোমায়,
দয়া করে দাও মিতা খুঁজিয়া সীতায়।”
সুগ্রীব কহিল, “মিতা, নাহি কোনো ভয়
সীতারে খুঁজিয়া মোরা আনিব নিশ্চয়।
সেদিন রাবণ গেল এইখান দিয়া,
দেবতার মতো এক মেয়েকে লইয়া।
কেঁদেছিল সেই কন্যা তোমাদের ডাকি,
সকলে শুনিনু মোরা এইখানে থাকি।
ফেলি গেল অলংকার মোদের দেখিয়া
যতন করিয়া তাহা দিয়াছি রাখিয়া।”
কতই কাঁদেন রাম দেখে অলংকার,
“সীতা, সীতা” বলে বুক ফাটে যেন তাঁর।
সুগ্রীব কহিল তাঁরে, “কাঁদিয়ো না মিতা,
নিশ্চয় কহিনু মোরা এনে দিব সীতা।”
তখন রামের বড় সুখ হল মনে,
হাসিয়া কহেন কথা সুগ্রীবের সনে।
সুগ্রীব কহিল, “মিতা, বড় ভয় পাই,
বালীর সমান বীর কোথাও যে নাই।
দুন্দুভি দানবে বালী ফেলে দিল ছুঁড়ে,
যোজন দূরেতে এসে পড়িল সে উড়ে।
ঐ দেখ পড়ে সেই দুন্দুভির হাড়,

দেখ, তায় কত বড় হয়েছে পাহাড়।
হেসে বালী শালগাছ ফোঁড়ে শূল দিয়া,
পর্বতের চূড়া লয়ে খেলে সে লুফিয়া।
ত্নুন্দুভির হাড় তুমি পার কি ছুঁড়িতে?
তীর মারি শালগাছ পার কি ফুঁড়িতে?"
পায়ের আঙ্গুলে রাম সেই হাড় ঠেলে,
দিলেন যোজন দশ দূরে তাহা ফেলে।
গাঁথা গেল সাত শাল তাঁর এক তীরে,
পর্বত পাতাল ফুঁড়ে এল তাহা ফিরে।
তখন সুগ্রীব ধরি শ্রীরামের পায়,
নাচিতে-নাচিতে ধূলা লইল মাথায়।
যত ভয় ছিল তার, গেল দূর হয়ে,
চলিল সে কিষ্কিন্ধ্যায় শ্রীরামেরে লয়ে।
লাফায়ে-লাফায়ে সেথা করে গরজন,
"কোথায় গেলে ওহে দাদা? এস না এখন।"

সে ডাক শুনিয়া বালী সহিবে কেমনে?
ঝড়ের মতন ছুটে এল সেই ক্ষণে।
দুজনে বিষম যুদ্ধ হল তারপর,
কিবা তার লাথি কিল আঁচড় কামড়।
ঢিপ, ঠাস, ধুপ, খট, ঘোঁৎ, হুপ, ধাঁই,
কত শব্দ হল তায়, শেষ তার নাই।
হোথায় দাঁড়ায়ে রাম তীর হাতে নিয়া,
বালীরে মারিতে চান সেই তীর দিয়া।
কিন্তু তিনি পড়েছেন বড় ভাবনায়,
কে বা বালী, কে বা মিতা, বুঝা নাহি যায়।
বালীরে মারিতে পাছে মিতা যায় মরে,

বাণ না মারেন রাম এই ভয় করে।
কিল গুঁতা খেয়ে মিতা ছুটে এল হটে,
হাঁপায়ে রামেরে আসি কহিল সে চটে,
"এই মোর মিতা তুই! এই তোর কাজ!
তোর লাগি এত কিল খাইলাম আজ।"
শ্রীরাম বলেন, "মিতা করিও না রোষ,
চিনিতে নারিলু তোরে তাই হল দোষ।
গলেতে বেঁধে এই লতা যাও তুমি ফিরে
মারি কি না মারি দেখ তখন বালীরে।"
সুগ্রীব সে লতাখানি পরিল গলায়,
চেঁচায়ে ডাকিল পরে, "আয়, দাদা আয়!"
আবার বিষম যুদ্ধ করিল দুজন,
রামের বাণেতে বালী মরিল তখন।

এমতে বালীরে মারি শ্রীরাম ত্বরায়,
সুগ্রীবেরে করিলেন রাজা কিষ্কিন্ধ্যায়।

অঙ্গদেরে যুবরাজ করিলেন পরে,
সে হয় বালীর পুত্র, ভারি বল ধরে।

তখন ছুটিল যত বানরের দল,
ধূলা উড়াইয়া আর করি কোলাহল।
দেশে-দেশে ফিরি তারা খুঁজিল সীতারে,
পর্বতে নগরে বনে সাগরের পারে।
খুঁজিয়া-খুঁজিয়া পুবে পশ্চিমে উত্তরে,
কোথাও না পেয়ে তাঁরে ফিরে এল ঘরে।
দক্ষিণের লোক ফিরে আসে নি কেবল,
সেথা গেছে হনুমান লয়ে তার দল।
আঙ্গুটি খুলিয়া রাম দিয়াছেন তারে,
পাইলে সীতার দেখা দেখাতে তাঁহারে।
খুঁজেছে নদীর তীরে, পর্বতের উপরে,
ঘন বনে, অন্ধকার গুহার ভিতরে।
কোথাও সীতার দেখা না পাইয়া তারা
সাগরের ধারে আসি কেঁদে হল সারা।
বলে, "আর কোন মুখে ফিরে যাব ঘরে?
না খেয়ে মরিব মোরা এইখানে পড়ে।"

তখন কি হল, সবে শুন মন দিয়া,
সেইখানে ছিল পাখি সম্পাতি বসিয়া।
পাখা নাই তার, তাই উড়িতে না পারে,
সেথায় বসিয়া থাকে সাগরের ধারে।
বানর এসেছে এত, দেখিয়া সম্পাতি,
তাদের সকল কথা শোনে কান পাতি।
বানর বসিল সেথা মরিবার তরে,

পাখি বলে, "বেশ হল, খাব পেট ভরে!"
বানর কহিল যবে জটায়ুর কথা,
শুনিয়া বড়ই মনে পাইল সে ব্যথা।
বানর সীতার কথা কহিল যখন,
সম্পাতি কহিল, "তাঁরে নিয়েছে রাবণ।
একশো যোজন এই রয়েছে সাগর,
তারপরে লঙ্কা, সেথা রাবণের ঘর।
সূর্যের তেজেতে পাখা পুড়িল আমার,
সীতার সংবাদ দিলে হবে তা আবার।
নিশাকর মুনি এই কহিল আমারে,
সেই হতে বসে আছি সাগরের ধারে।"
তখন দেখিল চেয়ে যতেক বানর,
সম্পাতির লাল পাখা হইল সুন্দর।
আনন্দে আকাশে উড়ে গেল সে চলিয়া
কোলাহল করে যত বানর মিলিয়া।
তখন অঙ্গদ কয় সকলেরে ডাকি,
"এখন সাগর শুধু ডিঙ্গাইতে বাকি।
তোমরা তো বড় বীর, তায় ভুল নাই,
সাগর ডিঙ্গাবে কেবা, বল দেখি ভাই?"
সকল বানর তায় পায় বড় লাজ,
বড়ই বিষম যেন লাগে সেই কাজ।
এমন সময় উঠি কহে জাম্ববান,
"সাগর ডিঙ্গাতে পারে বীর হনুমান।"
চুপ করে ছিল হনু বসে একধারে,
সাগর ডিঙ্গাতে কয় জাম্ববান তারে।
হনু বলে, "চল যাই মহেন্দ্র পর্বতে
সাগর ডিঙ্গাতে লাফ দিব সেথা হতে।"

হনুমান বড় বীর, ডিঙ্গাবে সাগর,
কিচির-মিচির করে যতেক বানর।
ফুলিয়া হইল হনু পর্বতের মতো,
গুছায়ে লইল গায় জোর ছিল যত।
তারপরে দুই পায়ে যেই দিল ভর,
পর্বত নিঙাড়ি জল ঝরে ঝরঝর।
আকাশ ফাটিয়া যায়, উছলে সাগর,
লাফাইল হনুমান বড় ভয়ংকর।
মেঘের উপর দিয়া ছোটে যেন তারা,
দেবতা অসুর সবে ভয়ে হয় সারা।

সুরসারে কয় ডাকি দেবতারা পরে,
"দেখ তো মা, হনুমান কত বল ধরে ?"
সুরসা নাগের মাতা, যে-সে কেহ নয়,
পৃথিবী গিলিতে পারে যদি মনে লয়।
হাঁ করে আইল সে সুরসা নাগিনী,
হনুমান বলে, "বাবা ! না জানি কে ইনি !
হাঁ করেছে কত ক্রোশ, দেখ চমৎকার,
বড় যদি নাই হই, গিলিবে এবার।"
ফুলে-ফুলে হয় হনু নব্বই যোজন,
হাঁ করে যোজন শত সুরসা তখন।
হনু বলে, "তাই তো রে, গিলিবেই নাকি ?
সে হবে না ঠাকরুণ—হনু জানে ফাঁকি।"
শরীর গুটায়ে হনু লইল তখন,

পলকে হইল তেলাপোকার মতন।
ঝাঁ করে ঢুকিল গিয়া সুরসার মুখে,
তখনি বাহির হয়ে পলাইল সুখে।
ঠকিয়া সুরসা হাসি ফ্যাল-ফ্যাল চায়
কোথা দিয়ে গেল হনু ভাবিয়া না পায়।
ডাকিয়া কহিল তারে, "যাও.বাছাধন
সুখেতে নিজের কাজ কর গে এখন।"
বলিয়া সুরসা যায় আপনার দেশে
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় হেসে-হেসে।

সিংহিকা রাক্ষসী এল সুরসার পরে,
মুখ মেলি হনুমান গিলিবার তরে।
হনু বলে, "বুড়ি তুই ভালো ভোজ খাবি,
অসুখ না হয় পরে, তাই শুধু ভাবি।"
ছোট হয়ে গেল হনু রাক্ষসীর পেটে,
নাড়ি ভুঁড়ি সব তার নখে দিল কেটে।
হাঁ করে রাক্ষসী মরে, হাসে দেবগণ,
আকাশে ছুটিয়া হনু যায় ততক্ষণ।
লঙ্কার সোনার পুরী দেখে তারপরে,
ঝলমল করে তাহা জলের উপরে।
হনু ভাবে, 'বড় হয়ে যদি সেথা যাই,
রাক্ষসে করিবে দেখি ভারি কাঁই-মাই।'
খুব ছোট হয়ে তাই, পাখির সমান,
ত্রিকূট পর্বতে গিয়া নামে হনুমান।
লুকায়ে রহিল বনে দিনের বেলায়,
আঁধার হইলে গেল খুঁজিতে সীতায়।

চুপিচুপি যায় হনু, ছোট হয়ে ভারি,
বিকট রাক্ষসী তার দেখে এল তাড়ি।
গালি দিল দু'শো দাঁত করি কড়মড়,
তালগাছপানা হাতে কষে দিল চড়।
হনু তারে এক কিল দিল বাম হাতে,
পড়িল রাক্ষসী মুখ সিঁটকায়ে তাতে।
তখন খুঁজিয়া হনু ফেরে ঘরে-ঘরে,
কত মাঠে, কত পথে, রথের উপরে।
মন্দিরে-মন্দিরে খোঁজে, ঘাটে আঙিনায়,
কোথাও সীতায় নাহি দেখিবারে পায়।
হনু বলে, "হায়-হায়! বুঝিনু এখন,
নিশ্চয় খেয়েছে তাঁরে অভাগা রাবণ।"
কত সে কাঁদিল, ভাবি এই কথা মনে
তারপরে এল এক অশোকের বনে।
সেই বনে গিয়া হনু দেখিল সীতায়,
কেবলই কাঁদেন তিনি পড়িয়া ধূলায়
ময়লা কাপড় তাঁর, আলুথালু চুল
রাক্ষসে ঘিরেছে তাঁরে, লয়ে শেল শূল।
হনু বলে "এই সীতা, চিনিনু এখন,
ইহারেই সেইদিন আনিল রাবণ।"
বিকট রাক্ষসী হনু দেখিল সেথায়,
ভালুকের মতো রোঁয়া তাহাদের গায়।
বাঘমুখী কেউ, কারু গোদ বড় ভারি,
কারু শিঙ, কারু শুঁড়, কেউ নাড়ে দাড়ি।
কারু নেই মাথা, আর কেহ এক-পেয়ে,
উটপানা, বকপানা আছে কত মেয়ে।
সীতারে ঘিরিয়া তারা খিঁচাইছে দাঁত,

কিল দেখাইছে, তুলি এই বড় হাত।
রাবণ সীতারে আসি কত কত কথা কয়,
রাঁধিয়া খাইবে বলি দেখায় সে ভয়।
ছিঁড়িয়া খাইতে চায় রাক্ষসীরা তাঁরে,
কুড়াল তুলিয়া তাঁরে যায় মারিবারে।
সীতা কন, "তাই হোক ওরে বাছাগণ,
মরিলে তো যাই বেঁচে, মার এইক্ষণ।"

গাছে বসে হনুমান দেখিছে সকল,
কেমনে কহিবে কথা ভাবিছে কেবল।
এমন সময় সীতা এলেন সেখানে,
কত সুখ হল তাঁর পেয়ে হনুমানে।
রামের অঙ্গুরী দিয়া হনু কয় তাঁরে,
"কাঁধে ওঠ, যাই মাগো লইয়া তোমারে।"
সীতা কন, "বাছা তুই এতটুকু হয়ে
কেমনে যাইবি বল মোরে কাঁধে লয়ে?"
শুনিয়া তাঁহার কথা হেসে হনুমান,
দেখিতে-দেখিতে হয় পর্বত সমান।
সীতা কন, "বুঝিলাম, ভারি বল তোর,
কিন্তু বাপ্, মাথা যে রে ঘুরে যাবে মোর।"
হনু কয়, "তবে মাতা কাজ নাই গিয়া,
রাম লক্ষ্মণেরে মোরা হেথা আসি নিয়া।
একখানি অলঙ্কার দাও মা আমারে,
রামের নিকট গিয়া দেখাইতে তাঁরে।"
শুনিয়া মাথার মণি দেন সীতা খুলি,
বিদায় হইল হনু লয়ে পদধূলি।
যাবার সময় হনু মনে-মনে কয়,

'রাক্ষস কেমন বীর না দেখিলে নয়।'
হুপ-হাপ, ধুপ-ধাপ করি তারপর,
অশোকের বন হনু ভাঙে মড়মড়।
বড়-বড় গাছ তোলে দিয়া এক টান,
গাছ দিয়া বাড়ি-ঘর করে খান-খান।
তখন রাক্ষস যত করি "মার-মার",
ক্ষেপিয়া আইল লয়ে ঢাল তলোয়ার।
হনু বলে, "জয় রাম! কে মারিবি আয়।"
শতেক রাক্ষস মরে তার এক ঘায়।
যত আসে তত মরে, তবু আসে আর,
সাগরের ঢেউ যেন, শেষ নাই তার।
"জয় রাম! জয় রাম!" হাঁকে হনুমান।
রাক্ষসের মাথা পড়ে হয়ে খান-খান।
হাতি দিয়া হাতি মারে, ঘোড়া দিয়া ঘোড়া,
রাক্ষসে রাক্ষস ঠোকে লয়ে জোড়া-জোড়া।
জাম্বুমালী, বিরূপাক্ষ, ভাসকর্ণ আর,
দুর্ধর প্রঘসে মারি করে চুরমার।
যুপাক্ষের হাড় ভাঙে শাল গাছ দিয়া,
অক্ষেরে করিল গুঁড়া সানে আছাড়িয়া।

রাবণের ছেলে অক্ষ মরিল যখন,
বড় ছেলে ইন্দ্রজিতে পাঠাল রাবণ।
বড় শঠ সেই বেটা, ভারি ফন্দি জানে,
ব্রহ্মাস্ত্রে বাঁধিল আসি বীর হনুমানে।
হনু ভাবে, 'লয়ে যাক রাবণের কাছে,
দেখে নিব, পেটে তার কত বিদ্যা আছে।'
তখন রাক্ষস যত ছুটে গেল নাচি

হনুরে বাঁধিল কষে আনি কত কাছি।
তায় কি হইল, সবে শুন মন দিয়া—
ব্রহ্মাস্ত্র খুলিয়া গেল দড়িতে ঠেকিয়া।
দড়ি ঠেকাইতে কভু না হয় সে বাণে,
অবোধ রাক্ষসগণ তাহা নাহি জানে।
হাততালি দিয়া তারা হাসে খিলি-খিলি,
"হেঁইয়ো, হেঁইয়ো!" বলি টানে সবে মিলি।
চিমটি কাটিছে কত কি হবে তা কয়ে,
এই মতে রাবণের কাছে গেল লয়ে।
যতেক রাক্ষস ছিল সভার ভিতরে,
হনুরে দেখিয়া তারা রহিল হাঁ করে।
তারা বলে, "আরে বাপ! কি বড় বান্দর!
কেনরে আসিলি তুই? কোন দেশে ঘর?
বোনটি ভাঙিলি কেনে? কে পাঠালে তোরে?
মিছাটি কহিবি যেবে, খাব তোকে ধরে।"
হনুমান বলে, "আমি শ্রীরামের দূত,
হনুমান মোর নাম পবনের পুত।
সীতাকে ফিরায়ে যদি না দেয় রাবণ,
কাটিবেন মাথা তার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।"
ঘুরায়ে কুড়িটা চোখ, বলিছে রাবণ,
"কাট তো রে অভাগারে, কাট এই ক্ষণ।"
সেথা ছিল বিভীষণ, রাবণের ভাই,
সে বলে, "দূতেরে কভু মারিতে তো নাই।"
রাবণ কহিল, "তবে কাজ নেই মেরে,
লেজটি পোড়ায়ে তার, দে বেটাকে ছেড়ে।"
কাপড় হনুর লেজে জড়ায়ে তখন,
তেল ঢালি দিল জ্বালি সেই দুষ্টগণ।
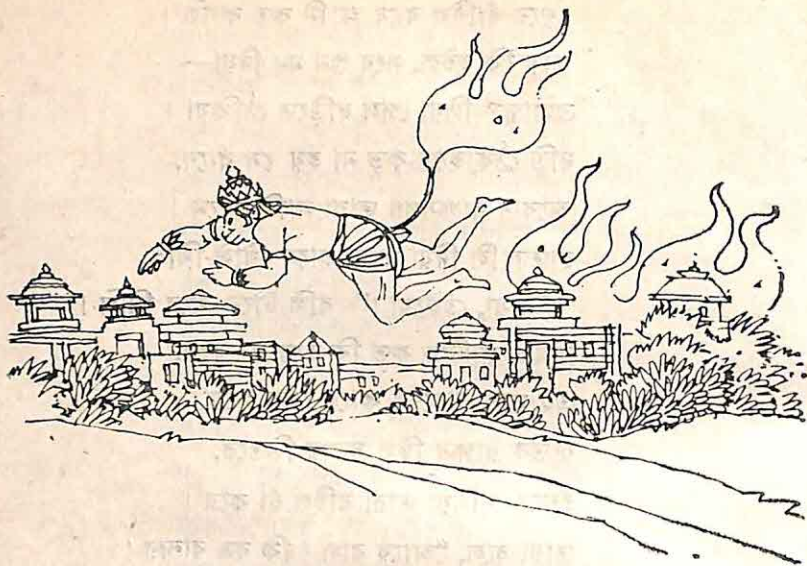
হো-হো করে হনুমান হেসে তায় সুখে,
ঘষে দিল সেই লেজ দুষ্টদের মুখে।
ছোট হল তারপর, ইঁদুর যেমন,
খুলিয়া পড়িল তায় দড়ির বাঁধন।
অমনি লাফায়ে উঠে চালের উপরে,
আগুন লাগায়ে হনু ফেরে ঘরে-ঘরে।
না পোড়ে শরীর তার সীতার কথায়
সকল পোড়ায় হনু যাহা কিছু পায়।
জ্বলিল আগুন ভারি করি দাউ-দাউ
ভয়েতে রাক্ষস যত করে হাউ-মাউ।
ছুটাছুটি করে শুধু পাগলের মতো
আগুনে পুড়িয়া মরে না জানি বা কত।

তারপর হনুমান সাগরে নামিয়া,
লেজের আগুন সব দিল নিবাইয়া।

এমন সময়ে হনু ভাবে, 'হায়-হায় !
পোড়ায়ে মারিনু বুঝি মোর সীতা মায় !'
অমনি গেল সে ছুটে অশোকের বনে,
ভালো দেখে তাঁয় বড় সুখ পেল মনে।
আবার পায়ের ধূলা লইয়া তাঁহার,
সাগর ডিঙ্গায়ে হনু দলে ফিরে তার।
আনন্দে তখন দেশে চলিল সকলে,
আকাশ ফাটিয়া যায় তার কোলাহলে।
দেখিতে-দেখিতে হনু এসে কিষ্কিন্ধ্যায়,
রামের পায়ের ধূলা লইল মাথায়।
সীতার মাণিক দিয়া কহিল সকল,
আনন্দেতে শ্রীরামের চোখে এল জল।

তারপরে মিলিয়া সকলে,
লঙ্কায় চলিল দলে-দলে,
গণিয়া না হয় শেষ, ধূলায় ছাইল দেশ
আকাশ ফাটিল কোলাহলে।

সভা মধ্যে বসিয়া রাবণ
বলিছে, "কহ তো সভাজন,
একেলা বানর আসি সকলি যে গেল নাশি,
উপায় কি হইবে এখন?

সবে কয়, "কেনে কর ডর?
লাখো মাল বান্ধিবে কোম্মর,
হেথের লিবেক ভারী, বান্দর দিবেক মারি,
তুই থাক বসে গদ্দিপর!"

সেইখানে ছিল বিভীষণ,
বিনয়ে সে কহিল তখন,
"সীতারে রাখিলে ধরে, সকলে মরিব পরে,
ফিরায়ে দেহ গো এইক্ষণ!"

ভালো কথা কহিল যে জন,
গালি দিল তাহারে রাবণ,
মনের দুঃখেতে তাই, গিয়া শ্রীরামের ঠাঁই,
বন্ধু তাঁর হল বিভীষণ।

তারপরে যতেক বানর,
বড়-বড় আনিল পাথর,
গাছ কত ভারি-ভারি, আনে তা কহিতে নারি,
তাহে নল বাঁধিল সাগর।

নলের কি বুদ্ধি চমৎকার,
তেমন দেখেনি কেহ আর।-
জলের উপর দিয়া দিল সেতু বানাইয়া
সাগর হইল সবে পার।

লঙ্কাপুরী ছাইল বানরে
কাঁপে মাটি তাহাদের ভরে।
কে কবে দেখেছে এত? গাছে পাতা নাই তত
দেখিয়া রাবণ কাঁপে ডরে।

তবু তো সে বড়াই না ছাড়ে,
বলে, "কেবা মোর সাথে পারে?"
মুকুট মাথায় দিয়া, কিবা বুক ফুলাইয়া,
দাঁড়ায়েছে লঙ্কার দুয়ারে।

সুগ্রীব তা দেখিল চাহিয়া
অমনি এল সে লাফ দিয়া,
রাবণের ঘাড়ে এসে, পড়িল সে হেসে-হেসে,
দিল তার বড়াই ভাঙিয়া!

"হায়-হায়!" কহিল সকলে
রাবণ তো গেল রেগে জ্বলে

কাড়িয়া মুকুট তার,　　সাজা কিছু দিয়া আর,
হাসিয়া সুগ্রীব গেল চলে।

পরেতে অঙ্গদ বীর গিয়া
রাবণেরে কহে গালি দিয়া,
"তুই বেটা পাবি সাজা,　　বিভীষণ হবে রাজা,
যুদ্ধ কর বাহিরে আসিয়া।"

বড় তায় চটিয়া রাবণ
"কাট! কাট!" কহিল তখন
হাঁই-মাঁই করি তায়,　　অঙ্গদে ধরিতে যায়
চারি বেটা যমের মতন।

তারা এল "হাঁই-মাঁই বলে,
সে তাদেরে পুরিল বগলে,
"রাম জয়" বলি তবে,　　আছাড়ি মারিল সবে,
তারপর ঘরে এল চলে।

তখন হইল যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর,
না জানি মরিল কত রাক্ষস বানর।
দিন নাই, রাত নাই, করে কাটাকাটি,
রক্তেতে বহিল নদী, লাল হল মাটি।
"মার-মার" "কাট-কাট" মহা গণ্ডগোল,
অস্ত্র করে ঝনঝন, বাজে ঢাক ঢোল।
হেথায় রামের বাণ ছোটে যেন তারা,
পলায় রাক্ষস তায় হয়ে দিশাহারা।
অঙ্গদ রুষিয়া গেল দেখি ইন্দ্রজিতে,

পিষিল সারথি তার বিষম লাথিতে।
তাহে দুষ্ট ইন্দ্রজিত পেয়ে বড় ডর,
মেঘে লুকাইয়া যুদ্ধ করে তারপর।

শুন বলি হল তায় কি যে সর্বনাশ,
চোর বেটা মারে বাণ নাম নাগপাশ।
বড়-বড় অজগর ছুটে এল তায়,
বিষম জড়াল রাম লক্ষ্মণের গায়।
সাপে বাঁধা দুই ভাই নড়িতে না পান,
বাণেতে তাঁদের দুষ্ট করিল অজ্ঞান।
ঘরে গিয়া তারপর কয় রাবণেরে,
"মানুষ দুটাকে আমি আসিয়াছি মেরে!"
হেথায় কি হল তাহা শুন মন দিয়া—
কাঁদিছে সকলে রাম লক্ষ্মণে ঘিরিয়া।
আইল গরুড় পাখি তখন সেথায়,
সাপেরে দেখিলে ধরে অমনি সে খায়।
জটায়ুর জ্যেঠা সে যে, ভারি ভয়ঙ্কর,
উড়িলে পর্বত কাঁপে, বড় বয় ঝড়।
তারে দেখি অজগর দুভাইকে ছাড়ি,
'বাপ!' বলি পলাইয়া গেল তাড়াতাড়ি।
গরুড়ে করেন রাম কতই আদর,
উঁচু লেজ করি নাচে যতেক বানর।
কিচির-মিচির শুনি কহিছে রাবণ,
"রাম তো মরিল, তবে গোল কি কারণ?"
রাক্ষসেরা কয়, "আরে রামা হল চাঙ্গা,
চিল্লায়ে বান্দর বেটা নাচে ধিঙ্গা তাঙ্গা।"
শুনিয়া রাবণ বলে, "সব হল মাটি,"

কোথা রে ধূম্রাক্ষ ! এস বেটাদের কাটি !”
ধূম্রাক্ষ চলিল তায় গদা হাতে নিয়া,
বাঘমুখো গাধা সব রথেতে জুড়িয়া ।
সঙ্গেতে রাক্ষস কত লেখা-জোখা নাই,
দাঁত কড়মড়ি তারা করে হাঁই-মাঁই ।
ছোট-ছোট বানরের তেজ বড় ভারি,
রাক্ষসের হাড় ভাঙে কিল চড় মারি ।
ক্ষেপিল ধূম্রাক্ষ তায় যমের মতন,
ভয়েতে মর্কট যত পলায় তখন ।
ছোট বানরের দল যায় পলাইয়া,
দূর হতে হনুমান দেখিল চাহিয়া ।
অমনি আনিয়া এক পর্বতের চূড়া,
ধাঁই করি ধূম্রাক্ষেরে করিল সে গুঁড়া ।
বড়ই বিষম যুদ্ধ বানরেরা করে,
রাক্ষসেরে নাহি দেয় ফিরে যেতে ঘরে ।
থাপ্পড় লাগায় ভারি, ছিঁড়ে নাক কান,
গলায় জড়ায়ে লেজ কষে দেয় টান ।
যেই আসে তারে মারে, নাহি করে ভয়,
মাথাটি ফাটায় তার বলে, “রাম জয় !”
বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, যুদ্ধে যেন যম,
কুম্ভহনু, নরান্তক, নহে কেহ কম ।
প্রহস্থ কেমন বীর, কি হবে তা বলে ?
বানরের হাতে এরা মরিল সকলে ।
কেমনেতে ঘরেতে বসে থাকিবে রাবণ ?
নিজেই আসিল তাই লয়ে লোকজন ।
ইন্দ্রজিত, অতিকায় সাথে এল তার,
ত্রিশিরা নিকুম্ভ, কুম্ভ, মহোদর আর ।

লাফায়ে বানর ধায় পর্বত লইয়া,
রাক্ষসের মাথা তায় দেয় ফাটাইয়া।
রাগিয়া রাবণ মারে চোখা-চোখা বাণ,
পর্বত ভাঙিয়া তায় হয় খান-খান।
বড় যুদ্ধ করে বেটা ভূতের মতন,
আঁটিতে নাহিক তারে পারে কোনোজন।
সুগ্রীব অজ্ঞান হল বুকে বাণ ফুটে,
গবয়, ঋষভ, নল পলাইল ছুটে।
কিল বাগাইয়া তায় এল হনুমান,
দুজনে হইল যুদ্ধ সমান-সমান।
দুজনে মারিল সে কি যে-সে কিল-চড় ?
অন্য লোক হলে তায় ভাঙিত পাঁজর।
বড় বীর ছিল তাই মরে নাই তারা,
ব্যথায় চেঁচায়ে কিন্তু হয়েছিল সারা।
তখন রাবণ দিল হনুমানে ছাড়ি,
নীলেরে মারিতে পরে গেল তাড়াতাড়ি।
বড় চটপটে নীল ছুঁচোবাজি মতো,
চোখের পলকে লাফ দেয় দুই শত।
ছুটে উঠে রাবণের রথের চূড়ায়,
টিপ করে পড়ে নীল বেটার মাথায়।
তিড়িঙ-বিড়িঙ নাচি ফেরে হেথা-হোথা,
রাবণ পড়িল গোলে—বাণ মারে কোথা ?
হাসিল বানর সব, চটিল রাবণ,
ভয়ঙ্কর বাণ হাতে লইল তখন।
অজ্ঞান হইয়া নীল পড়িল সে বাণে,
ধাইয়া রাবণ গেল লক্ষ্মণের পানে।
দুইজনে হল যুদ্ধ বড়ই বিষম,

দুইজনে ভারি বীর, কেহ নহে কম ;
রাবণ লক্ষ্মণে মারে কড়মড়ি দাঁত,
লক্ষ্মণ করেন তারে বাণে চিৎপাত।
তখন রাগেতে বেটা কাঁপি থরথর,
ছুঁড়িয়া মারিল এক শক্তি ভয়ঙ্কর।
ব্রহ্মার নিকটে তাহা পাইল রাবণ,
বারণ করিতে তারে নারে কোনোজন।
পড়িল আসিয়া শক্তি বজ্রের সমান;
বুকে বিঁধি লক্ষ্মণেরে করিল অজ্ঞান।
ছুটিয়া রাবণ তায় এল তারে নিতে,
নিয়ে যাবে দূরে থাক, নারিল নাড়িতে।
এমন সময়ে এসে বীর হনুমান,
এক কিলে অভাগারে করিল অজ্ঞান।
লক্ষ্মণেরে তারপরে কোলেতে করিয়া
রামের নিকটে তাঁরে গেল সে লইয়া।
আপনি তখন শক্তি পড়ে গেল খুলে,
হেসে উঠিলেন তিনি সব দুঃখ ভুলে।

নিজেই তখন রাম লয়ে ধনু-শর,
রাবণেরে দিতে সাজা চলেন সত্বর।
পিঠে করে লয়ে তাঁরে যায় হনুমান,
রাগে পেয়ে তারে দুষ্ট কষে মারে বাণ।
হনুরে মারিয়া বাণ কত হবে কাজ ?
শ্রীরামের বাণ খেয়ে বাঁচুক তো আজ।
রথ ঘোড়া সব তার গেল তাঁর বাণে,
সারথি মরিল, নিজে মরে বুঝি প্রাণে।
মুকুট গিয়াছে উড়ে, মাথা যায়-যায়,

অবশ হয়েছে হাত, বল নাই গায়।
হাসিয়া তখন তারে কহিলেন রাম,
"আজি তবে ঘরে গিয়া করহ বিশ্রাম।"
লাজে আর রাবণের কথা নাহি সরে,
হেঁট করে কালামুখ পলাইল ঘরে।
বসিয়া সভার মাঝে বলিছে রাবণ,
"উপায় কি হবে, সবে কহ তো এখন।
মানুষেরে ধরে খাই, নাহি করি ডর,
কে জানে সে বেটা হয় এত ভয়ঙ্কর ?
হায় আমি তার কাছে গেলাম হারিয়া !
কোন্ বীর দিবে এই মানুষ মারিয়া ?
শীঘ্র গিয়া কুম্ভকর্ণে জাগাও এখন,
মানুষ মারিবে সেই যদি করে মন।"
কুম্ভকর্ণ ভাই হয় রাবণ রাজার,
ছুটিয়া পলায় যম দেখা পেলে তার !
এমন বিকট জন্তু দেখে নাই কেহ,
পাহাড়ের মতো তার ভয়ঙ্কর দেহ !
ব্রহ্মা দিল বর, 'শুধু ঘুমাইবে' বলে,
নহিলে গিলিয়া বেটা খাইত সকলে।
ছয় মাস ঘুমাইয়া জাগে একদিন,
হাজারে-হাজারে খায় মহিষ হরিণ।
ঘরের ভিতরে তার নাহি হয় ঠাঁই,
পর্বত গুহায় গিয়া ঘুমায় সে তাই।
ঝড়ের মতন শ্বাস বয় নাক দিয়া,
যে যায় নিকটে, তারে নেয় উড়াইয়া।
তারে জাগাইতে সবে গেল তাড়াতাড়ি,
ফুঁকিল কানের কাছে শাঁখ ভারি-ভারি।

তালি দিয়া চটাপট চেঁচাইল কত,
কষে নাড়া দিল গায়, যে পারিল যত।
এত করি তবু তারে নারি জাগাইতে,
সকলে মিলিয়া তারে লাগিল মারিতে।
কষে মারে কিল-গুঁতা যত মতো হয়,
চিমটি কাটে যে কত, বলিবার নয়।
দু-হাতে টানিয়া চুল ছিঁড়ে গোছা-গোছা,
হাঁচির ভয়েতে নাকে নাহি দেয় খোঁচা!
কানে জল ঢেলে তায় লাগায় কামড়,
আরো নাক ডাকে তায়, ঘড়র-ঘড়র।
হাজার পাহাড়পানা হাতি দিয়া তবে,
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া তারে মাড়াইল সবে।
সুখ বড় পেল তায়, চোখ মেলে তাই,
উঠিয়া তুলিল বেটা এই বড় হাই!
অমনি সকলে আনি খেতে দিল তারে,
শূয়র, হরিণ, মেষ হাজারে-হাজারে।
সকল করিয়া শেষ কুম্ভকর্ণ কয়,
"কি লাগি জাগালে মোরে এমন সময়?"
জোড়-হাতে কয় সবে, "বড়-বড় ডর!
মারি কাটি দিল সব, মানুষ বান্দর!"
তাহা শুনি কুম্ভকর্ণ চলিল ত্বরায়,
যেথায় রাবণ আছে বসিয়া সভায়।
ভয়েতে বানর সব তাহারে দেখিয়া,
"মাগো!" বলি দুই লাফে যায় পলাইয়া।
রাবণের কাছে গিয়া কুম্ভকর্ণ কয়,
"কি লাগি জাগালে মোরে কহ মহাশয়।"
রাবণ সকল তারে কহিল যখন,

সে কহিল, "কেন কাজ করিলে এমন ?"
তায় কিন্তু রাবণের রাগ হল ভারি,
যুদ্ধে তাই কুম্ভকর্ণ যায় তাড়াতাড়ি।
শূল হাতে ধায় সে যে পর্বতের মতো,
বানর ধরিয়া খায়, কাছে পায় যত।
রুষিয়া কামড় তারা মারে তার গায়,
সে কামড়ে কুম্ভকর্ণ সুখ শুধু পায়।
বানরেরা কিছু তার করিতে না পারে,
শরভ, ঋষভ, নীল সকলেই হারে।
অঙ্গদ অজ্ঞান হল, হনু গেল হেরে,
সুগ্রীব পর্বত লয়ে এল তায় তেড়ে।
পর্বত ভাঙিল ঠেকে রাক্ষসের গায়,
রুষিয়া তখন বেটা শূল হাতে ধায়।
ভাগ্যেতে ভাঙিল শূল আসি হনুমান,
নইলে যাইত তায় সুগ্রীবের প্রাণ।
ক্ষেপিয়া উঠিল তবে কুম্ভকর্ণ ভারি,
পর্বতের চূড়া নিল তুলে তাড়াতাড়ি।
ঠাঁই করে সুগ্রীবেরে ঠুকিল তা দিয়া,
ঘরে লয়ে গেল তারে অজ্ঞান করিয়া।
জাগিয়া ভাবিল মনে বানরের রাজা,
রাক্ষস বেটারে কিছু দিয়া যাই সাজা।
যেই কথা সেই কাজ করে বুদ্ধিমান,
দাঁতে ছিঁড়ে নাক তার, হাতে ছিঁড়ে কান।
পায়ের আঁচড়ে নিল ছিঁড়ে দুই পাশ,
চেঁচাল রাক্ষস তায় ফাটায়ে আকাশ।
বিষম ভয়েতে দিল সুগ্রীবেরে ছাড়ি
পলায়ে বানর রাজা গেল তাড়াতাড়ি।

বোঁচা হয়ে কুম্ভকর্ণ আইল তখন—
নাক নাই, কান নাই ভূতের মতন।
দেখিয়া বানর সব যায় পলাইয়া,
পিছনের পানে আর না চায় ফিরিয়া।
ধনুক ধরিয়া তায় এলেন লক্ষ্মণ,
হাসি কুম্ভকর্ণ তাঁরে কহিল তখন,
"ছেলেমানুষেরে মারি কিবা কাজ মোর?
মারিতে আসিনু আজ দাদাটাকে তোর।"
গদা লয়ে ধায় বেটা শ্রীরামের পানে,
অমনি পড়িল গদা কেটে তাঁর বাণে।
রাগে সে তখনি তুলে লইল পাথর,
পাথর ভাঙিলে নিল লোহার মুদ্গর।
ছুটিয়া রামের বাণ আসে শত-শত,
লাফায়ে বানর ঘাড়ে উঠেছে বা কত।
আঁচড়-কামড় মেরে করিছে পাগল,
দাঁতে হাতে পায়ে চুল ছিঁড়িছে কেবল,
কিছুতেই কুম্ভকর্ণ না হয় কাতর,
ফিরায় সকল বাণ ঘুরায়ে মুদ্গর।
রোষে রাম বায়ুবাণ মারেন ত্বরায়,
মুদ্গর সহিতে তার হাত কাটে তায়।
ব্যথায় তখন বেটা চেঁচায় বিকট,
আর হাতে তালগাছ নিল চটপট।

সে হাত কাটেন রাম ইন্দ্র অস্ত্র মেরে,
তবু সে খিঁচায়ে দাঁত আসে ডাক ছেড়ে।
দুই পা কাটিল তবু যায় গড়াইয়া—
হাঁ করি খাইতে যায় রামেরে গিলিয়া।

তখন বাণের ছিপি মুখে তার এঁটে,
ইন্দ্র অস্ত্রে মাথা তার দেন রাম কেটে।
ভয়েতে চেঁচাল তায় রাক্ষসের দল,
আনন্দে দেবতাগণ করে কোলাহল।
কাঁদিয়া রাবণ কয়, "কি হবে উপায় ?
ভাই বিভীষণে গালি কেন দিনু হায় !"

এমন করিয়া কত কাঁদিল রাবণ,
বড়-বড় ছয় বীর সাজিল তখন।
চলে সাজি অতিকায়, ত্রিশিরারে নিয়া,
দেবান্তক, নরান্তক চলিল সাজিয়া।
মহাপার্শ্ব, মহোদর চলিল দুজন,
ভারি যুদ্ধ করে তারা মিলিয়া তখন।
বানরের কিল খেয়ে মরে গেল পরে,
শুধু অতিকায় বীর সহজে না মরে।
'অক্ষয় কবচ' এক আছে তার গায়,
শেল, শূল, তীর কিছু নাহি বিঁধে তায়।
লক্ষ্মণ মারেন বাণ বাছিয়া-বাছিয়া,
কবচে ঠেকিয়া সব আইসে ফিরিয়া।
তখন পবন এসে কন তাঁর কানে,
"ব্রহ্মাস্ত্র মারহ, বেটা মরিবে সে বাণে।"
তখন লক্ষ্মণ ছুঁড়ে মারেন সে বাণ,
তাহা দেখি রাক্ষসের উড়িল পরান।
শত অস্ত্র মারি তাহা নারে ফিরাইতে,
মাথা কাটি পড়ে তার দেখিতে-দেখিতে।

রাতে এল ইন্দ্রজিত মেঘে লুকাইয়া,
লুকায়ে মারিল বাণ আড়ালে থাকিয়া।

বাণেতে অজ্ঞান হয়ে পড়িল সকলে,
হাসিতে-হাসিতে তায় গেল বেটা চলে।
লঙ্কায় ফিরিয়া বেটা কয় তারপর,
"মারিয়া আসিনু যত মানুষ-বানর।"

হেথায় পড়েছে সবে হয়ে অচেতন
বাকি শুধু হনুমান আর বিভীষণ।
সবারে খুঁজিয়া তারা ফেরে আলো নিয়া,
না জানি কোথায় কেবা রয়েছে পড়িয়া।
মরার মতন ঐ পড়ে জাম্বুবান
চাহিতে না পারে, চোখে বিঁধিয়াছে বাণ।
কহিল অনেক কষ্টে চিনি হনুমানে,
"তুমি বাঁচাইলে আজি বাঁচি হে পরানে।
ডিঙ্গাইয়া হিমালয় যাও বাছাধন,
কৈলাস পর্বত পাবে দেখিতে তখন।
আর এক পরবত পাবে তার কাছে,
চারিটি ঔষধ বাছা সেইখানে আছে।
বিশল্যকরণী আর মৃত্যুসঞ্জীবনী,
আর যে সন্ধানী আর সুবর্ণকরণী।
এ চারি ঔষধ নিয়া আইস ত্বরায়,
নহিলে আজ তো আর না দেখি উপায়।"
আকাশে ছুটিল হনু, ঝড় যেন বয়,
চোখের পলকে পার হল হিমালয়।
তখন দেখিল হনু, ঔষধ সকল,
কৈলাসের কাছে ঐ করে ঝলমল।
পরে যে কোথায় তারা লুকাইল হায়,
কাছে গিয়া হনু আর খুঁজিয়া না পায়।

হনুমান বলে, “আমি তায় নাহি ভুলি—
পর্বত মাথায় করে লয়ে যাব তুলি।”
এতেক বলিয়া রোষে বীর হনুমান,
পর্বত ধরিয়া দিল কষে এক টান।
চড়চড় করি তায় এল তাহা উঠি,
মাথায় লইয়া তারে যায় হনু ছুটি।

লঙ্কায় সে ফিরে যেই এল তাহা নিয়া,
ঔষধের গন্ধে সবে উঠিল বাঁচিয়া।
আনন্দে বানর গায় নেচে আর হেসে,
পর্বত লইয়া হনু রাখে তার দেশে।

সেদিন সন্ধ্যায় মিলে বানর সকল
লঙ্কায় আগুন লয়ে যায় দলে-দল!
হনু বাকি রেখেছিল যাহা পোড়াইতে,
সকল করিল ছাই দেখিতে-দেখিতে।
ভয়েতে রাক্ষসগুলি হইল পাগল,
কপাল চাপড়ি তারা চেঁচায় কেবল।
আগুন জ্বলিছে হেথা লঙ্কার ভিতর,
হোথায় চলেছে যুদ্ধ বড় ভয়ঙ্কর।

রাক্ষস না জানি, সাজি আসিয়াছে কত,
ক্ষেপিয়া ধাইছে তারা পর্বতের মতো।
বজ্রের সমান পড়ে বানরের চড়,
তাহাতে রাক্ষস মরে করি ধড়ফড়।
কুম্ভ নামে এক বেটা যুদ্ধ করে ভারি,
দ্বিবিদ, অঙ্গদ গেল তার কাছে হারি।
এমন সময় সেথা সুগ্রীব আসিয়া,
কুম্ভের ধনুকখানি লইল কাড়িয়া।
দুজনে তখন খুব হল হুড়াহুড়ি,
সুগ্রীব ফেলিল তারে সাগরেতে ছুঁড়ি।
ভিজিয়া-তিতিয়া বেটা উঠে তারপর,
সুগ্রীবের বুকে কিল দিল ভয়ঙ্কর।
তখন সুগ্রীব তারে দিল এক কিল,
গুঁড়া হল কুম্ভ তায় হয়ে তিল-তিল।
রাগেতে কুম্ভের ভাই নিকুম্ভ তখন,
পরিঘ লইয়া ধায় অসুর যেমন।
ঠেকিয়া হনুর বুকে সে পরিঘ তার,
বালির হাঁড়ির মতো হয় চুরমার।
রোষেতে নিকুম্ভ তায় ধরি হনুমানে,
টানিয়া চলিল তারে লয়ে লঙ্কাপানে।
হনু তারে এক কিল মারিল যখন,
কুঁজো হয়ে গেল বেটা 'হ'-এর মতন।
তারপর হনু তার বুকে হাঁটু দিয়া,
মহারোষে মাথা তার ছিঁড়িল টানিয়া।
পরে যে আইল, তার মকরাক্ষ নাম,
হাসিতে-হাসিতে তারে মারিলেন রাম।
আবার সে ইন্দ্রজিত এল তারপরে,

লুকায়ে মারিল বাণ সবার উপরে ।
রোষে রাম কন. "আজ মারিব ইহারে,
দেখিব কোথায় গিয়া বাঁচিতে সে পারে ।"
তাহা শুনি ইন্দ্রজিত সেথা হতে গিয়া,
মায়ার পুতুল এক এল রথে নিয়া ।
সীতা নয়, কিন্তু তাহা ঠিক তাঁরই মতো
"হা রাম !" "হা রাম !" বলি কাঁদিল সে কত ।
চুলে ধরে ইন্দ্রজিত নিয়ে এল তারে,
তলোয়ার দিয়া তারে চায় কাটিবারে ।
রুষিয়া কহিল হনু, "শোন্ দুষ্ট চোর,
মায়েরে কাটিলে আজ রক্ষা নাহি তোর ।"
সে কথায় ইন্দ্রজিত নাহি দেয় কান,
কাটিয়া মায়ার সীতা করে দুই খান ।
তখন কাঁদিল সবে হায়-হায় করি,
"সীতা, সীতা !" বলে রাম দেন গড়াগড়ি ।
বুঝায়ে তখন তাঁরে কহে বিভীষণ,
"সীতারে কেটেছে, তাহা হয় কি কখন ?
ফাঁকি দিয়া দুষ্ট বেটা ভুলায়ে তোমারে,
নিকুম্ভিলা নামে যজ্ঞ গেল করিবারে ।
সে যজ্ঞ হইলে শেষ হারাবে সবায়,
নহিলে মরিবে নিজে ভুল নাহি তায় ।
ত্বরায় ধনুক লয়ে চলহ লক্ষ্মণ,
এ যজ্ঞ হইতে শেষ না দিব কখন ।"
তখনি লক্ষ্মণে সাথে লয়ে বিভীষণ
নিকুম্ভিলা যজ্ঞ যায় করিতে বারণ ।
খেঁকায়ে রাক্ষস এল তাদের দেখিয়া,
শব্দ শুনি ইন্দ্রজিত আসিল ছুটিয়া ।

লাগিল বিষম যুদ্ধ তখন সেথায়,
যজ্ঞ শেষ করা আর না হইল তায়।
লক্ষ্মণ হনুর পিঠে, ইন্দ্রজিত রথে,
দুইজনে কত যুদ্ধ হয় কত মতে।
মারিল সারথি ঘোড়া রাক্ষস বেটার,
হাতের ধনুক তার কাটিল দুবার।
নূতন সারথি আনে রথ সাজাইয়া,
বিভীষণ ঘোড়া তার পিষে গদা দিয়া।
রোষে নিল ইন্দ্রজিত শকতি তখন,
কাটিয়া দিলেন তাহা অমনি লক্ষ্মণ।
ইন্দ্র অস্ত্র মারিলেন ধনুকে জুড়িয়া,
অসুর কাটেন ইন্দ্র যেই অস্ত্র দিয়া।
তাহা দেখি রাক্ষসের উড়িল পরাণ,
সেই অস্ত্রে মাথা তার হল দুইখান।
নাচিল বানর তায় 'জয়-জয়' বলে,
দুন্দুভি বাজাল সুখে দেবতা সকলে।
হেথায় সবারে ডাকি কহিছে রাবণ,
"রামেরে মারহ ঘিরি আছ যত জন।
যদি সে না মরে তবু, কাবু হবে তায়,
তখন তাহারে আমি মারিব ত্বরায়।"
বিকট রাক্ষস যত এ কথা শুনিয়া,
রামেরে মারিতে গেল খাঁড়া ঢাল নিয়া।
বিষম রোষেতে তারা গিয়া সেইখানে,
চেঁচায়ে মরিল সবে শ্রীরামের বাণে।

আর বীর নাই রাবণের দেশে,
সকলে গিয়াছে মরে,

নিজেই তখন চলিল রাবণ
সাজিয়া রাগের ভরে।
যতেক রাক্ষস আছিল বাঁচিয়া
সবারে লইল সাথে,
দাঁত কড়মড়ি চলিল সকলে
হাতিয়ার লয়ে হাতে।
রুষি শেল শূল ছুঁড়িল তাহারা
চেঁচায়ে খিঁচায়ে মুখ,
আছাড়ি তাদের মারিল বানর
পাথরে পিষিল বুক।
ধনুক ধরিয়া ধাইল রাবণ
রাগেতে আগুন হয়ে,
সাঁই-সাঁই বাণ বিষম ছুঁড়িল
বানর ভাগিল ভয়ে।
বাণেতে তখন কাটেন লক্ষ্মণ
ধনুক সারথি তার,
ঠেঙায়ে ভাঙিল ভাই বিভীষণ
ঘোড়া চারিটার ঘাড়।
রোষেতে রাবণ মারিল তাহারে
শকতি ছুঁড়িয়া ভারি,
পথের মাঝেতে দিলেন লক্ষ্মণ
কাটি তাহা তাড়াতাড়ি।
ত্বরায় রাবণ আরেক শকতি
লইল তুলিয়া তবে,
ঝলমল করি জ্বলে আলো তায়
দেখিয়া কাঁপিল সবে।
মরে বুঝি হায় যায় বিভীষণ!
কে বাঁচাবে তার প্রাণ?

এই ভাবি মনে রাবণে লক্ষ্মণে
মারেন কত বাণ।
রথের উপরে বসিয়া রাবণ
কাঁপে রাগে থরথর,
জ্বলে কুড়ি চোখ বিশ পাটি দাঁত
করে তার কড়মড়।
ছাড়ি বিভীষণে লক্ষ্মণেরই পানে
শকতি ছুঁড়িয়া মারে,
মহা শব্দে তাহা পড়ি তাঁর বুকে
অজ্ঞান করিল তাঁরে।
'হায়-হায়' বলে বানর সকলে
শকতি খুলিতে ধায়,
বাণেতে বারণ করিল রাবণ—
হায়, কি হবে উপায়!
কেঁদে-কেঁদে রাম তোলেন শকতি
নিজে আসি তারপর,
কত বাণ তাঁরে মারিল রাবণ
তাহে নাহি কিছু ডর।
রোষে দেহ তাঁর উঠিল কাঁপিয়া
শুকাল চোখের জল,
ধনুকেতে বাণ সূর্যের মতন
করি ওঠে ঝলমল।
আকাশ পাতাল ছাইয়া তখন
ডাকিয়া ছুটিল বাণ,
আধমরা হয়ে অভাগা রাবণ
পলায় লইয়া প্রাণ।
সেথা ছিল বুড়ো সুষেণ বানর

কবিরাজ বড় ভারি,
হনুরে পাঠায়ে তখনি ঔষধ
আনায় সে তাড়াতাড়ি।
বাস পেয়ে তার হাসিয়া লক্ষ্মণ
সুখেতে বসেন উঠি,
অমনি আবার বিষম রোষেতে
রাবণ আইল ছুটি।
ঝন-ঝনা-ঝন ঘট-ঘটা-ঘট
ঘোর যুদ্ধ হয় তায়,
দেবতা অসুর সকলে তখন
ছুটিয়া দেখিতে যায়।
আকাশ হইতে আসিল ইন্দ্রের
ঝকঝকে রথখানি,
কবচ ধনুক, অস্ত্র কত আর
নাম তার নাহি জানি।
সেই রথে তুলে লইল রামেরে
মাতলি সারথি তার,
কি যুদ্ধ তখন হইল বিষম
কি তাহা কহিব আর!
ঐ দেখ হায় রামেরে রাবণ
অস্থির করিল বাণে,
তখনি আবার সাজা পেয়ে তার
মরে বুঝি বেটা প্রাণে।
যতেক দেবতা, কহেন সকলে,
"রামের হউক জয়!"
"তা নয়, তা নয়, রাবণের জয়!"
রুষিয়া অসুর কয়!

হেথায় রাবণ হয়েছেন কাবু
শ্রীরামের হাতে পড়ে,
রথের উপরে নারেন বসিতে
ধনুকখানিকে ধরে।
দশা দেখে তার, দয়া করে রাম
দিলেন বেটারে ছাড়ি,
রথ ফিরাইয়া সারথি পলায়
তারে লয়ে তাড়াতাড়ি।
রথের উপরে পড়ে সে তখন
খাবি খেতেছিল খালি,
ঘরে গিয়া বেটা সাহস পাইয়া
সারথিরে পাড়ে গালি।
"ওরে বেটা গোরু, কি করিলি তুই
লোকে কি কহিবে মোরে ?
রথ লয়ে বেটা এলি যে পলায়ে ?
বল তো কি করি তোরে ?"
সারথি কহিল, "ভাগি নি তো রাজা
ঘোড়াকে পিলানু জল !
যা কহিবি তুই, সে করিব মুই—
এবে কি করি সে বল্।"
হাসিয়া রাবণ কহিল তখন
সারথিরে দিয়ে বালা,
"রামকে না মারি না ফিরিব ঘরে—
চালা তুই রথ, চালা !"
সেই যে ফিরিয়া আইল রাবণ
আর না ফিরিল ঘরে,
বড় কিন্তু তার কঠিন পরান !
বেটা কি সহজে মরে ?

অমনি সে বাণ   লইয়া শ্রীরাম

ধনুকে দিলেন জুড়ি ।

মাথা কাটা গেলে তখনি আবার
আর মাথা হয় তার,
মারিতে তাহারে, না পারেন রাম
কাটি মাথা শতবার।
তখন মাতলি কহিল তাঁহারে
"ব্রহ্মাস্ত্র মারহ ছুঁড়ি,"
অমনি সে বাণ লইয়া শ্রীরাম
ধনুকে দিলেন জুড়ি।
পাহাড় কাঁপিল আকাশ ফাটিল,
সাগর উঠিল তীরে,
রাবণ বেটার বুক ভাঙি বাণ
তখনি আইল ফিরে।

মরিল রাবণ, ঘুচিল আপদ,
ভয় না রহিল আর,
হাসিল গাইল ছিল যত লোক,
সুখ না হইল কার ?
লাফায়ে-লাফায়ে নাচিল বানর
তা-ধিন তা-ধিন করে,
স্বরগের ফুল পড়ে ঝরঝর
তাদের মাথার পরে।
যতেক রাক্ষস করি হায়-হায়
কাঁদিল সকলে তারা,
কাঁদে রানীগণ, নিজে বিভীষণ
কাঁদিয়া হইল সারা।
সোনার দোলায় তুলিয়া রাবণে
শ্মশানে আনিল পরে,

চন্দনের চিতা সাজায়ে তাহারে
পোড়াল যতন করে।

দুঃখিনী সীতার কথা শুন তারপর,
মায়ের চোখেতে জল ঝরে ঝরঝর
ময়লা কাপড়ে মাতা পড়িয়া ধূলায়,
এমন সময় হনু আইল সেথায়।
হনু বলে, "শুন মাগো, মরিল রাবণ,
মুছ মা চোখের জল, উঠগো এখন।"
সুখেতে সীতার মুখে কথা নাহি সরে,
পাবেন রামের দেখা এতদিন পরে।

হায় রে দুঃখের কথা কহিব কি আর—
সেই রাম না করিল আদর সীতার!
ভ্রূকুটি করিয়া তিনি কহিলেন তাঁরে,
"যেথা ইচ্ছা যাও সীতা, চাহি না তোমারে।
ছিলে তুমি এতদিন রাক্ষসের সনে,
বাস কিনা ভালো আর কহিব কেমনে?"
সীতা বলিলেন, "হায়, একি শুনি আজ?
হায় রে, আমার আর বাঁচিয়া কি কাজ?
আগুন জ্বালিয়া তবে দাও গো লক্ষ্মণ
তাহাতে পুড়িয়া সীতা মরিবে এখন!"
কাঁদিয়া লক্ষ্মণ দেন জ্বালাইয়া চিতা,
অমনি ঝাঁপায়ে তায় পড়িলেন সীতা।
"হায়-হায়" করি সবে কাঁদিল তখন,
আগুন শীতল হল জলের মতন।
না পোড়ে মায়ের চুল, না পোড়ে আঁচল

সূর্যের মতন মাতা হলেন উজ্জ্বল !
যতনে তখন অগ্নি কোলে লয়ে তাঁরে,
উঠিয়া কহেন আসি সভার মাঝারে,
"লহ রাম, লহ এই সীতারে তোমার,
নাই-নাই-নাই দোষ কিছু নাই তাঁর !"

আদরে সীতারে রাম নিলেন এবার,
তখন সুখের সীমা না রহিল আর।
আনন্দ করিল কত সকলে মিলিয়া,
এলেন দেবতাগণ দশরথে নিয়া।
পিতার পায়ের ধূলা লইয়া তখন,
ভুলিলেন সব দুঃখ শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
তুষ্ট হয়ে দেবগণ শ্রীরামেরে কন,
"কি বর চাহরে বাছা, লহ এইক্ষণ।
শ্রীরাম বলেন, "তবে দিন এই বর,
বাঁচিয়া উঠুক যত মরেছে বানর।"
অমনি উঠিল বাঁচি বানর সকল,
প্রভাতে জাগিল যেন বালকের দল !
বালির ভিতর হতে ওঠে লাফ দিয়া,
সাগর হইতে উঠে লাঙ্গুল নাড়িয়া।

শ্রীরাম বলেন, "শুন মিতা বিভীষণ,
দেশে যাই, দেহ ভাই বিদায় এখন !"
সারথি পুষ্পক রথ আনে সাজাইয়া,
হাঁসে লয়ে যায় তাহা আকাশে উড়িয়া।
শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন তাতে,
বানর সকলে কয়, "মোরা যাব সাথে।"

রাম কন, "কি আনন্দ !   চলহ সকলে !"
অমনি সকলে রথে ওঠে দলে-দলে ।
সুগ্রীব অঙ্গদ ওঠে আর জাম্ববান,
সকল বানর লয়ে ওঠে হনুমান ।
যতেক রাক্ষসী ওঠে বিভীষণ সনে,
সবারে লইয়া রথ ওড়ে সেইক্ষণে ।
যখন থামিল রথ কিষ্কিন্ধ্যায় যেয়ে
লাফায়ে উঠিল যত বানরের মেয়ে ।
প্রয়াগে আসিল রথ লইয়া সবায়,
সেই মুনি ভরদ্বাজ থাকেন যেথায় ।
চৌদ্দটি বছর রাম থাকিবেন বনে
সেই সময়ের শেষ হল সেইক্ষণে ।
তখন বলেন রাম হনুরে ডাকিয়া,
"অযোধ্যায় যাও বাছা সংবাদ লইয়া ।
গুহ মিতা সনে দেখা হইবেক পথে,
কহিয়ো আমার কথা তারে ভালোমতে ।"

আকাশে ছুটিয়া হনু যায় তাড়াতাড়ি,
দেখিতে-দেখিতে গেল গুহকের বাড়ি ।
সংবাদ বলিয়া তারে চলিল ত্বরায়,
কাঁদেন রামেরে ভাবি ভরত যেথায় ।
জোড় হাতে হনুমান তাঁরে গিয়া কয়,
"দেশে আইলেন রাম শুন মহাশয় ।
মোরে পাঠালেন নিতে সংবাদ তোমার,
ত্বরায় দেখিবে তাঁরে, কাঁদিয়ো না আর ।"

আহা কি আনন্দ আজ অযোধ্যা নগরে,
দেশে আসিছেন রাম এতদিন পরে !

"কি আনন্দ! কি আনন্দ!" এই শুধু বলে,
রামেরে দেখিতে যায় ছুটিয়া সকলে।
রানীগণ যান সবে দোলায় চড়িয়া,
বুড়োরা সকলে যায় নড়ি ভর দিয়া।
রামের খড়ম দুটি লইয়া মাথায়,
ভরত সবার আগে চলেন ত্বরায়।

পথপানে চেয়ে যায় সকলে ছুটিয়া,
কোথায় রামের রথ আসিছে উড়িয়া।
চূড়াখানি যেই তার দেখিল কেবল,
"ঐ রাম!" বলি সবে হইল পাগল।
"দেখি-দেখি, সর!" বলে করে ঠেলাঠেলি,
খোঁড়া বেটা আগে যায় সকলেরে ফেলি।

থামিল যখন রথ, নামিলেন রাম,
লুটায়ে ভরত তাঁরে করেন প্রণাম।
খড়ম পরায়ে পায়ে বলেন তখন,
"ফিরায়ে এখন দাদা লহ রাজ্যধন।"

এমনি করিয়া শেষে রাম আইলেন দেশে,
বড়ই হইল সুখ তায়,
তখন মিলিয়া সবে "রাম জয়-জয়" রবে
রাজা করে তাঁরে অযোধ্যায়।
পুরোনো নাপিত যারা ক্ষুরে শান দিয়া তারা
সাজিয়া আইল তাড়াতাড়ি,
রামের যতেক জট চেঁচে দিল চটপট
যতনে কামায়ে দিল দাড়ি।

সোনার সভায় তবে রামেরে বসায়ে সবে
মুকুট মাথায় দিল তাঁর,
ভাই শত্রুঘ্ন আসি ধরিলেন হাসি-হাসি
সাদা ছাতা অতি চমৎকার।
দাঁড়াইয়া দুই ধারে চামর ঢুলায় তাঁরে
সুখেতে সুগ্রীব বিভীষণ,
স্বরগ হইতে আনি মুকুতার মালাখানি
পরাইয়া দিলেন পবন।
মিলিয়া দেবতাগণ, ভুলায়ে সবার মন,
কিবা গান গাইল তখন!
"রাম জয়! রাম জয়!" নাচিয়া সকলে কয়
রাজা পেয়ে মনের মতন।

শব্দার্থ

আদিকাণ্ড ঃ **তপোবন** ঃ তাপস বা মুনি-ঋষিদের তপস্যার স্থান বা আশ্রম। **সেবন** ঃ সেব্ ধাতু। সেবা করা। এখানে ওষুধ পান করা। **সঘনে** ঃ অবিরত, ঘনঘন। **বাঁটিস্থা** ঃ বণ্টন করা, ভাগ করে দেওয়া। **ত্রাসে** ঃ ভয় পেয়ে। **রোষে** ঃ রুষ্ট>রোষ ; রাগ করে। **শাপ** ঃ অভিসম্পাত-দিব্য দেওয়া, রেগে কিছু কথা বলা। সে যুগে শাপ দিলে ফলে যেত। **রণবেশে** ঃ যুদ্ধের সাজে। **ধন** ঃ এখানে টাকাকড়ি বা সম্পদ নয়, আদরের ডাক। **যজ্ঞ** ঃ যজ্ ধাতু (পূজো করা) মঙ্গল কামনায় যে পূজার অনুষ্ঠান করা হয়। **জালা-পানা** ঃ জালার (মাটির বৃহদাকার পাত্র) মত মুখ যার ; সংস্কৃত শব্দ প্রায়>পারা>পানা (মত)। **জবর** ঃ জোরাল। **জঁাকাল** ঃ জমকাল। **ত্বরায়** ঃ তাড়াতাড়ি। **লিখন** ঃ চিঠি।

অযোধ্যাকাণ্ড ঃ **বসন** ঃ কাপড়। **কুটিল** ঃ স্বভাবে যে খারাপ। **সানে** ঃ পাষাণে (পাথরের মেঝেতে)। **ধায়** ঃ ছুটে চলে। **শৃঙ্গবের পুর** ঃ কোশল রাজ্যের সীমানার বাইরে গঙ্গার তীরে নিষাদরাজ গুহকের পুরী। রাম সারথি সুমন্ত্রকে এখান থেকে বিদায় দিয়ে বনবাসে যান। **ইঙ্গুদী বৃক্ষ** ঃ সংস্কৃত সাহিত্যে এই নামটি প্রায়ই দেখা যায়। এটি একটি পনের-ষোল হাত উঁচু গাছ। এতে আমের মত ফল হয়, কিন্তু স্বাদ তেঁত। এর বীজ থেকে তেল তৈরী হয়। প্রাচীনকালে মুনি-ঋষিরা এই তেল ব্যবহার করতেন। **বই** ঃ বহন করি। **মিঠাই** ঃ মিষ্টি। **প্রয়াগ** ঃ গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী নদী তিনটি যেখানে একত্রে মিলেছে। এখানে স্নান করলে পুণ্য হয়। এলাহাবাদে এই জায়গাটি খুব পবিত্র। **বাছানি** ঃ সংস্কৃত শব্দ বৎস>বাছা (আদরের ডাক)। **চীন শাড়ি** ঃ পট্টবস্ত্র (যে কাপড় পরে পূজো করা হয়)। **তরী** ঃ নৌকো।

অরণ্যকাণ্ড : **হেথের** : হাতিয়ার>হেতের, হেথের ; অস্ত্র। **পিষা** : পেষণ করা বা পিষে ফেলা। **মুঁহি** : আমি>মুই-মুঁহি, জোর দিয়ে কিছু করা বোঝাতে 'হি' যুক্ত হয়। এখানে স্পূর্পনখা জোর করে সীতাকে সরিয়ে নিজে গিন্নী হতে চাইছে। **টুটি** : ভেঙে যাওয়া। **মাল** : মল্লযোদ্ধা! **যোগী** : সন্ন্যাসী।

কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড : **ফুঁড়িতে** : ভেদ করতে। **এমতে** : এইরকমভাবে। এই মতে>এমতে।

সুন্দরকাণ্ড : **আঙ্গুটি** : সংস্কৃত শব্দ অঙ্গুরীয়>অঙ্গুরী>আঙ্গুটি ; আংটি। **ঠাকরুণ** : ঠাকুরাণী>ঠাকরুণ (সম্মান দিয়ে বলা)। **তেলাপোকা** : সংস্কৃত শব্দ তৈলপায়িকা>তেলাপোকা। পতঙ্গ ; আরশুলা। **রোঁয়া** : রোম বা লোম>রোঁয়া। **পুত** : পুত্র>পুত ; ছেলে।

লঙ্কাকাণ্ড : **গদ্দি** : গদী। উঁচু আসন বা সিংহাসন। **সত্বর** : তাড়াতাড়ি। **চাঙ্গা** : তাজা বা সুস্থ হওয়া। **পিলাম্ভু** : জলপান করালাম। **ভ্রূকুটি** : ভ্রূকুঁচকে তাকান। **লাঙুল** : লেজ। **নড়ি** : লগুড়>নড়ি ; লাঠি। **পুষ্পক** : রথের নাম। এই রথ বাতাসে শূন্যপথে চলতে পারত। **অক্ষয় কবচ** : যা দিয়ে শরীর ঢেকে রাখলে কোন বিপদ হয় না। **শেল** : বাণ। **শক্তিশেল** : শক্তি (দুর্গা)-র দেওয়া যে বাণের আঘাতে লক্ষ্মণ পরাজিত হয়েছিলেন। **শূল** : ত্রিশূল (তিনটি তীক্ষ্ণ মুখ আছে যা দিয়ে আঘাত করাহয়)। **মুদ্গর** : গোল আকার মুখ ; লম্বায় তিন হাত ; ওজন প্রায় ২০ মণ। ঘুরিয়ে ছুঁড়তে হয়। গদাও এই একইভাবে ছোঁড়ে। **পরিঘ** : এটিরও সামনের অংশ গোল। সামনের দিকে জোর দিয়ে ছুঁড়তে হয়। **শকতি** : (শক্তি)—এই অস্ত্র নাকি দু'হাত লম্বা, সামনের দিকে সিংহের মুখ। তীক্ষ্ণ নখ আর জিভ আছে। মুঠো করে ধরার হাতল আছে। ছোঁড়ার সময় ঘণ্টার ভয়ানক আওয়াজ হয়। রঙ গাঢ় নীল। বহুদূরে দ্রুতবেগে ছোঁড়া যায়। এই অস্ত্র পাহাড়-পর্বতকেও চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারে। **ব্রহ্মাস্ত্র** : ব্রহ্মার তেজ যে বাণকে শক্তিশালী করেছে। **দুন্দুভি** : ঢাক।